সুইজারল্যান্ডে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীরা পুলিশি হামলার শিকার

সারে-জমিন

জোট ভাঙার দায় সিপিএমের: নওশাদ

রূপসী বাংলা

মায়ানমার আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

সম্পাদকীয়

তরুণদের প্রতি মহানবীর বিশেষ নির্দেশনা

দাওয়াত

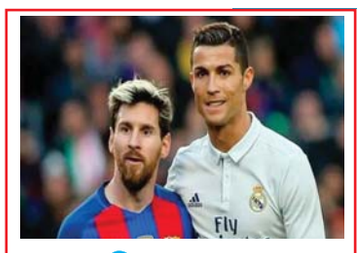

মেসি-রোনাল্ডো নেই, লা লিগায় গোলও নেই

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৬ মে, ২০২৪
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৭ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 132 ■ Daily APONZONE ■ 16 May 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ইডির হাতে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: আর্থিক তছরুপের মামলায় ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতা তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আলমগীর আলমকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর আওতায় ৭০ বছর বয়সী এই নেতাকে সিবিআইয়ের জোনাল অফিসে হেফাজতে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের দ্বিতীয় দিনে তাকে প্রায় ছয় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা তাকে নয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এবং তার বিবৃতিও রেকর্ড করা হয়েছিল।

আলম ঝাড়খণ্ড বিধানসভার পাকুড় আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীও। সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব তথা রাজ্য প্রশাসনিক পরিষেবা আধিকারিক সঞ্জীব কুমার লাল (৫২) এবং তাঁর গৃহকর্মী জাহাঙ্গীর আলমকে (৪২) গ্রেফতার করার পর ইডির নজরে আসেন তিনি।

সংস্থাটি তাদের সাথে সংযুক্ত একটি ফ্ল্যাট থেকে ৩২ কোটি টাকারও বেশি নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে। এর আগে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, তিনি একজন "আইন মেনে চলা" নাগরিক এবং তিনি লালের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আলম বলেন যে তিনি অতীতে রাজ্য সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথেও কাজ করেছেন।

রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দফতরে অনিয়ম ও 'ঘুষ' দেওয়ার অভিযোগের সঙ্গে এই অর্থ পাচারের তদন্ত চলছে। ধৃত দু'জনের রিমান্ডে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে ইডি বিশেষ পিএমএলএ আদালতকে জানিয়েছিল, লাল কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির হয়ে কমিশন সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রামীণ দফতরের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সরকারি আধিকারিকরা বেআইনি নগদ অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত।

লালের বাড়ি থেকে ১০.০৫ লক্ষ টাকা এবং ঠিকাদারের বাড়ি থেকে দেড় কোটি টাকা সহ অন্যান্য জায়গা থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

'ইন্ডিয়া' সরকার করলে বাহ্যিক সমর্থন: মমতা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: মোদীকে ছাপিয়ে গেলো মমতা, মাঠে জায়গা না দিতে পেরে অবশেষে সামনে নিয়ে আসতে হল আম জনতাকে।

বুধবার চুঁচুড়ার তৃতীয় মাঠে জনসভা আয়োজন হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাধারণত হুগলি জেলায় বেশ কয়েকটি সভা এই কদিনের মধ্যেই সেরে ফেলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার যদিও হুগলির প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে তিনি চুঁচুড়া তৃতীয় গ্রাউন্ডে সভা করতে আসেন। এই সভায় ভিড় ছিল দেখার মতো। উল্লেখ্য তিন দিন আগেই এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রচারে এসেছিলেন চুঁচুড়ার প্রথম গ্রাউন্ডে, সেখানেও ভাল ভিড় থাকলেও সেই তুলনায় হুগলি লোকসভার প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভ চুঁচুড়া মাঠে দেখা গেল বাঁধ ভাঙ্গা ভিড়। ভিড় সামলাতে রীতিমতো মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবশেষে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। তিনি বরেন, সামনের ফাঁকা জায়গাতে সকলকে এগিয়ে নিয়ে চলে আসুন। রীতিমতো মঞ্চের গোড়া অব্দি পৌঁছে যায় সাধারণ মানুষ। রীতিমতো ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়ে যায় পুলিশ প্রশাসন,

অবশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তব্য শুরু করেন। সন্দেশখালি থেকে মোদির গ্যারান্টি সমস্ত তা নিয়েই কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলছেন ইয়ে তো আভি টেলার হে পিকচার আভি বাকি হে। মুখ্যমন্ত্রী তার কটাক্ষ করে এও বলেন, মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে যদি এটা টেলার হয় তাহলে পিকচার আরো কত বিপদজনক হবে বুঝুন। এদিন মঞ্চে উঠে তিনি দাঁড়িয়ে আদিবাসী নৃত্য করেন এবং ঢোল বাজিয়ে কর্মীদের ও সাধারণ মানুষকে উৎসাহ প্রদান করেন।

এদিনের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) 'পুতুল' হিসেবে আখ্যায়িত করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে বলেন, অতিরিক্ত গরমের কারণে সাধারণ মানুষ যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা উপেক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত গেরুয়া শিবিরের জন্যই হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি পুতুল ও মোদির নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। আড়াই মাস ধরে ভোট হচ্ছে, আপনারা (ভোট আধিকারিকরা) কি কখনও বুঝতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের লড়াই? অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আজ বলেছেন তার দল ইন্ডিয়া জোটে অংশ না নিলেও সাধারণ নির্বাচনের পরে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে তিনি "বাইরে থেকে" সেই সরকারকে সমর্থন জানাবেন।

মমতার অধীনে পশ্চিমবঙ্গ মানেই 'মোল্লা, মাদ্রাসা ও মাফিয়া': অমিত শাহ

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অধীনে বাংলা মানেই 'মোল্লা, মাদ্রাসা ও মাফিয়া'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বারাণসীতে মন্তব্য করেছিলেন, 'যেদিন তিনি হিন্দু-মুসলিম করা শুরু করবেন, সেদিনই তিনি জনজীবন ছেড়ে দেবেন'। তার সেই মন্তেব্যর মাত্র ২৪ ঘণ্টা পরেই শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হুগলির মশাটে এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেন, মমতা দিদি মা-মাটি-মানুষ স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু মা-মাটি-মানুষ স্লোগান এখন বিলুপ্ত হয়ে বাংলায় মোল্লা-মাদ্রাসা-মাফিয়াদের স্লোগান রূপ নিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে 'তোষণের রাজনীতি' করার অভিযোগ তুলেও আগের নির্বাচনী জনসভায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন অমিত শাহ। কিন্তু বুধবার তাঁর মন্তব্য দুটি কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত জনতার কাছে জানতে চান, হাইকোর্টের রায়ের পরেও ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাম্মানিক

দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঠিক কাজ করছে কিনা?

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়া কি ঠিক? কলকাতা হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি করেছিল তাও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে তা দিতে শুরু করে।

শাহের অভিযোগ, মমতা দিদি দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের অনুমতি না দিলেও রমজান মাসে বাড়তি ছুটি দেন। রাজ্য সরকার সূত্রের খবর, তৃণমূল ক্ষমতায় আসর পর থেকে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর পরিচালিত ওয়াকফ বোর্ড ইমামদের মাসে ৩ হাজার টাকা এবং মুয়াজ্জিনদের ১৫০০ টাকা সাম্মানিক দিয়ে থাকে।

অমিত শাহ ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সেই সাম্মানিক ভাতার চরম বিরোধিতা করেন। যদিও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের মতে, সাামজিক কাজেও ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভূমিকা রয়েছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সহায়তায় পালস পোলিও টিকাদান কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। রাজ্য থেকে পোলিও নির্মূলের মুখে। কোভিডের সময় টিকাকরণ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজ্যকে সহায়তা করায় এই সাম্মানিক দেওয়া হয়।

আধিকারিকরা বলেনন, কেবল ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের সম্মানী দেওয়া হয় না, হিন্দু মন্দিরের প্রায় চার হাজার পুরোহিত মাসে ১৫০০ টাকা করে সাম্মানিক পান।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

38 Years in service to the society

NEET-UG (Medical) 2025
আবাসিক কোচিংয়ে ভর্তি

কলকাতা সংলগ্ন যে-সমস্ত ক্যাম্পাসে ভর্তি নেওয়া হবে

খলতপুর ◆ উলুবেড়িয়া ◆ খলিসানি ◆ নায়াবাজ ◆ নায়াবাজ গার্লস ◆ সাঁতরাগাছি ◆ উনসানি ◆ পাইকপাড়ি ◆ নিউটাউন ◆ গোলাবাড়ি ◆ পাঁচুড় ◆ পাঁচুড় গার্লস ◆ বজবজ ◆ সূর্যপুর ◆ বারুইপুর ◆ ভাঙ্গাড়

রিপিটার এবং ফ্রেশার্স ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে

Online-এ ফর্ম পূরণ চলছে

আবেদনের শেষ তারিখ
২৪ মে ২০২৪

Scan QR

প্রবেশিকা পরীক্ষা
২৬ মে ২০২৪

website: www.alameenmission.org

পরীক্ষাকেন্দ্র

◆ খলতপুর, হাওড়া ◆ নায়াবাজ, হাওড়া ◆ পাঁচুড়, কলকাতা
◆ গোলাবাড়ি, উত্তর চব্বিশ পরগনা ◆ বর্ধমান টাউন ◆ সিউড়ি, বীরভূম
◆ লালবাগ, মুর্শিদাবাদ ◆ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ ◆ নারায়ণপুর, মালদা ◆ শিলিগুড়ি টাউন

বিগত ৩ বছরের সাফল্য নিট ইউ জি (মেডিকেল)

বছর	৬০০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৯০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৮০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৬০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৫০ নম্বর এবং তার ওপর
২০২৩	২৭৫	৩৪৯	৪২৭	৫৬৯	৬২৭
২০২২	২৩১	৩০৯	৩৭৪	৫০৫	৫৫০
২০২১	১৪০	১৮৯	২৩৫	৩৫০	৪০৮

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ■ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৫/৬৬/৭৬/৭৯

প্রথম নজর

ভোট পরবর্তী হিংসায় বাড়িতে আগুন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর পৌরসভা এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট পরবর্তী হিংসা। বিজেপির দুই কর্মী শম্ভু বাড়ুই এর রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ভোটের দিন থেকেই শম্ভু বারুইসহ ওই এলাকার বিজেপি নেতা প্রীতম ভৌমিককে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বিজেপি করা যাবে না। আর তারপরেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল ছিল তারা, গতকাল গভীর রাত্রে শম্ভু বারুই এর বাড়ির রান্নাঘর পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ এবং প্রীতম ভৌমিকের বাড়ির সামনে একটি কার্টুনের কঙ্কাল এর ছবি ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করলো সকাল ১০ টা নাগাদ।এবং তারা প্রাণ হানির ভয় করছে এমনটাই জানাচ্ছে বিজেপি ওই দুই কর্মী এবং নেতা। ঘটনার পুলিশ তদন্ত করছে।

সাত দিন পর ছাত্রের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: নিখোঁজ হওয়ার সাত দিন পর ফারাক্কার ফিডার ক্যানেল থেকে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার। বুধবার দুপুরে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কার এনটিপিসি ২ নম্বর গেটের সামনে ফিডার ক্যানেল এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা হয়েছে, মৃত ওই ছাত্রের নাম জীৎ রায় মালাকার। তার বাড়ি ফারাক্কা ব্যারেজ আবাসনে। সে ফারাক্কা ব্যারেজ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশুনা করতো বলেই জানিয়েছে পরিবারের।
পরিবার সুত্রে জানাযায়, গত ৮ই মে বুধবার বিকেলে বন্ধুদের সাথে খেলতে যাবে বলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় ওই ছাত্র। তাঁর পর আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খুঁজাখুজি করার পর পরিবারের লোকজন কোথাও কোনো সন্ধান না পেয়ে ফরাক্কা থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। ফরাক্কা থানার পুলিশ ছাত্রের নিখোঁজ অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নেমে ফরাক্কা শেওরাতলা ফিডার ক্যানেলের পাশে থেকে ওই ছাত্রের সাইকেল উদ্ধার করে। ঠিক তারপরেই বুধবার দুপুরে ফিডার ক্যানেল থেকে নিখোঁজ ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

জোট ভাঙার দায় সিপিএমের ঘাড়েই দিলেন নওশাদ

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় এসে নওশাদ সিদ্দিকী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলন জোট ভাঙার দায় সিপিএমের। নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটের মাধ্যমে কথা বলেছেন সেলিম। তা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানান নওশাদ। পাশাপাশি সেলিমকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, অসত্য বললেও ট্যাক্স দিতে হয় না তাই যে যা খুশি বলতেই পারে। বসিরহাট আসনের আইএসএফকে না দেওয়ার কারণেই জোট ভেঙেছে বলে মনে করেন তিনি। সিপিএমের পাশাপাশি জোট না থাকার কারণে কংগ্রেসকেও দায়ী করেন তিনি। তবে বিজেপি ও তৃণমুলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা জোটের পক্ষে বলেই জানান। ভাঙড় অশান্ত হয় শওকত মোল্লার জন্যই। আইএসএফ কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে ভোট করাতে চাইছে। আমি চাই যারা দোষি তারা শাস্তি পাক। মিথ্যা মামলা দিলেও শওকত মোল্লা বিচারককে কিনতে পারবেন না। নওশাদের দাবি এবার ভাঙড়ে আরো বেশি ভোটে লিড পাবে আইএসএফ। মিঠুন চক্রবর্তী বাংলার মা বোনেদের কাঙাল বলেছেন। এটা বলা উচিত হয়নি। ভোটের মাধ্যমে এর জবাব দেবেন মানুষ। আপনারা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকলেও বাংলার মানুষের জন্য কিছু করেন নি। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তার সত্যতা নিয়ে ভাবতে হবে। যদি সত্যি হয় তাহলে চরম অন্যায়। কিন্তু যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা করা উচিত নয়। অনেককেই মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানো হচ্ছে বলে তার অভিযোগ।
যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ধপধপিতে ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি জনসভা করেন নওশাদ। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফর প্রার্থী নুর আলম খানের সমর্থনে এই সভা করেন।

হাজী নুরুলের সমর্থনে বিশাল মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বুধবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম এর সমর্থনে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় মিছিল, পথসভা ও চেটাই বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই পথসভায় বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বান নিক্ষেপ করেন শিক্ষক নেতা তথা বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য এ কে এম ফারহাদ। কীর্তিপুর-২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় নাঙ্গলপোতা খেলার মাঠ থেকে প্রায় দু কিলোমিটার পদযাত্রা শেষে পথসভা ও কীর্তিপুর-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় বরদেশিয়ায় চেটাই বৈঠক হয়।
উল্লেখ্য, বারাসত-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ এর নেতৃত্বে পুরো ব্লক জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং কর্মীরা জনসংযোগে নিয়োজিত বলে তৃণমূল সূত্র জানিয়েছে। হাড়োয়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শাহাবুদ্দিন আলী, মান্নান আলি, প্রধান শহিদুল ইসলাম, তৃষা পাত্র, রমা মন্ডল, রবিউল হোসেন,আসাদ আলী, হাজী মিজবাউদ্দিন, রবিউল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, ইয়ানবী মোদি,ডাঃ মহিউদ্দিন,খোকন,দীপু মন্ডল,বাপ্পা, সামিম, হাজী দীন মোহাম্মদ প্রমুখ।

কাঁথিতে অধিকারী পরিবারকে আক্রমণ শানাল এবার কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের ভগবানপুর বিধানসভা এলাকার মুগবেড়িয়ার সুশীলা মোড়ে বামফ্রন্ট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী উর্বশী ব্যানার্জি ভট্টাচার্যের সমর্থনে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই সভায় সভাপতিত্ব করেন- সিপিআইএম নেতা-বিষ্ণু হরি মান্না।কাঠফাটা রোদ্দুর ও তীব্র গরম উপেক্ষা করে বহু মানুষ সভায় হাজির হয়।নেতৃত্বরা নাম না করে অধিকারী পরিবার কে একাধিক বার আক্রমণ করে বলেন -এই কাঁথি লোকসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শিশির অধিকারী দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি মানুষের ভোটে বার বার জিতে এলাকার উন্নয়নে কোন কাজ করে উঠতে পারিনি ,তাই মানুষের প্রচন্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে মুগবেড়িয়ার অর্জুন নগর বোরুজ,খেজুরির বারাতলা ,নিজকশবা,মারিশদার ভাজা চাউলী,দেশপ্রান ব্লকের শুনিয়া,আউরাই,আমতলিয়া এইসব এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের তফারফা করেছেন বলেও তোপ দাগেন।এও বলেন এখন তৃনমূলের পোশাক বদলে ফেলে,বিজেপির পোশাক পরেছে।বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে কেলেঘাই নদী ও বাগুইখাল সংস্কার হলো না কেন?এই প্রশ্ন তোলেন সভায়,প্রতিবছর বন্যায় পটাশপুর,মুগবেড়িয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে কেন! এতে মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে।তাছাড়া সমুদ্র,নদী বেষ্টিত এলাকা খেজুরি দেশপ্রাণ কাঁথি,রামনগর এলাকার সাধারণ মানুষের মূল সমস্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ,অতিবৃষ্টি,আইলার মত ভয়ানক ঝড় এর মধ্যে মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।এই সমস্যা গুলি বার বার প্রচারে আঙিনায় তুলে ধরার চেষ্টা করছে কংগ্রেসে।সভাথেকে কংগ্রেসের প্রার্থী উর্বশী ব্যানার্জি ভট্টাচার্যকে হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানায় নেতৃত্ব গন।সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিআইএম নেত্রী তথা রাজ্য মহিলা সংগঠনের সম্পাদিকা -কণিকা বোস ঘোষ তাছাড়া বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেতৃত্ব --হিমাংশু দাস ,চিত্ত দাস, ভুজঙ্গধর মল্লিক,জাতীয় কংগ্রেসের নেতা- শিউ মাইতি, বিদ্যুৎ করন,সি,পি,আই নেতা -সেক জলিল সহ নেতৃত্বগণ।

ভোট বয়কটের ঘটনার পর এখনও থমথমে মালদার কয়েকটি গ্রাম

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভোট বয়কটের ঘটনার পর এখনো থমথমে মালদার হবিবপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর ও জগন্নাথপুর গ্রাম। পুলিশের ধড় পাকর এখনো অব্যাহত।
পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম। গ্রামের শান্তি ফিরে আসুক, পুলিশি অত্যাচার বন্ধ হোক, গ্রেফতার হওয়া গ্রামবাসীদের মুক্তি দেওয়া হোক এই সমস্ত দাবি নিয়ে গ্রামের মহিলারা দ্বারস্থ হল জেলা প্রশাসনের কাছে। এই মর্মে বুধবার দুপুরে এই তিনটি গ্রামের মহিলারা সেতু মোড় থেকে মিছিল করে এসে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে জমায়েত হয়। এরপর জেলাশাসকের হাতে একটি দাবি সনদ তুলে দেন।
উল্লেখ্য রাস্তা এবং ব্রিজের দাবিতে মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই তিনটি গ্রামে ভোট বয়কট করেছিলেন গ্রামবাসীরা। ভোট বয়কট ঘিরে গত ৭ ই মে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এই এলাকায়। পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনায় বেশ কয়েকজন মহিলা এবং পুলিশ কর্মী আহত হয়েছিল। গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ এরপর থেকে গ্রাম জুড়ে পুলিশি ধরপাকড়ায় শুরু হয়। পুলিশের অত্যাচারে পুরুষশূন্য এই তিনটি গ্রাম। এখনো পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাই আজকে তারা রাস্তায় নেমে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন।

ভোটদানে উৎসাহ করতে নির্বাচনী গান

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলা লোকসভা নির্বাচনী অধিকরণের তরফ থেকে হাওড়া জেলার ম্যাসকট "বাঁটুল দি গ্রেট"-এর মাধ্যমে হাওড়া জেলা থিম সং প্রকাশ হয়েছে-" হাওড়া ভোট দাও"।'ভোটের মত কিছু নাই,ভোট আমি দেব তাই'।
এই স্লোগান-কে সামনে রেখে ভোটার সচেতনা বাড়াতে বিভিন্ন জায়গাতে এসভিইপ-এর কর্মসূচির মাধ্যমে চলছে প্রচার। ভোটে এর সুফল-ও মিলছে।চলতি লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর জাতীয় নির্বাচন কমিশন।এবার ভোটার সচেতনতামূলক প্রচার ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে সাধারণ মানুষের কাছে নির্বাচনী গান (থিম সং)এবং সমাজ মাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হাওড়া জেলার নির্বাচনী দপ্তরের তরফ থেকে। হাওড়া জেলা লোকসভা নির্বাচনী অধিকরণের তরফ থেকে হাওড়া জেলার ম্যাসকট "বাঁটুল দি গ্রেট"-এর মাধ্যমে হাওড়া জেলা থিম সং প্রকাশ হয়েছে-" হাওড়া ভোট দাও"।
একই সাথে ভোটার সচেতনতামূলক বৃদ্ধির জন্য এমনকি তিনটে ভিডিও-ও প্রকাশ করা হয়েছে।নির্বাচনী থিম সং ও ভিডিও-র আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন হাওড়া জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ডা.দীপাপ প্রিয়া পি। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ) ইউনিস রিসিন ইসমাইল,অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন) আজহার জিয়া,অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত) সুদীপ ঘোষ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। এবার ভোটের আগে বাঁটুল দি গ্রেটের কাটআউট, এলইডি ডিসপ্লে, ছবি আঁকা বেলুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা হাওড়া জেলা জুড়ে।
অ্যানিমেশনে ভোট নিয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে বাঁটুল-সহ বিচ্ছু, শিবু, তোপসেদের। সংলাপ লিখে তাকে অ্যানিমেশনের রূপ দিয়েছেন হাওড়া জেলা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডেপুটি কালেক্টর ইয়াসমিন বারি। নির্বাচনী থিম ভিত্তিক গান ও ভিডিও প্রকাশ প্রসঙ্গে হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন) তথা জেলার এসভিইপি-এর নোডাল অফিসার আজহার জিয়া জানান,"যাঁদের বয়স ৮৫-এর বেশি এবং যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার তাঁরা নিজেদের বাড়িতেই ভোট দিতে পারবেন। যদি তাঁরা ১২(ডি) ফর্ম ফিলাপ করে থাকেন।

মহিলাকে ছুরি মারল হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া স্টেশনে এক মহিলাকে ছুরি মারার ঘটনায় আতঙ্ক। পুলিশ মহিলাকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। ধারাল অস্ত্র সহ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে গোলাবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতের নাম বালেশ্বর যাদব। পুলিশ জানিয়েছে, ছুরিকাহত মহিলার ছেলেটির সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি ছিল। মহিলার স্বামী ও বালেশ্বর যাদব মুম্বইয়ের একটি হোটেলে কাজ করতেন।

জেলবন্দিদের সাজা শেষে সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে উদ্যোগ পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জেলে বসে সাজা কাটানোর পরে সমাজের মূলস্রোতে ফেরা মোটেও সহজ হয় না। তাই জেল থেকে ফেরার পর সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর কর্মসূচি প্রশাসনের। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সমাজে মূল স্রোতে ফেরাতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে সে বিষয়েই এদিন সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রবেশনারি কাম আফটার কেয়ার বিভাগের আধিকারিক।
উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের মর্মান্তিক এবং নিষ্ঠুর ভাবে খুনের ঘটনা সামনে এসেছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের রায়নগরে একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে খুনের ঘটনা সামনে এসেছিল। পরবর্তীতে সেই মামলায় অপরাধীদের অধিকাংশের ফাঁসি হয়েছিল, কারো হয়েছিল যাবজ্জীবন সাজা। সেই অপরাধীদের মধ্যে এক ব্যক্তি দীর্ঘ কারাবাস কাটিয়ে মাস কয়েক আগে জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে খুনের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে কাউন্সেলিং এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে কিভাবে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায় সেই বিষয়টি তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক। এ বিষয়ে জেলা প্রবেশনারি কাম আফটার কেয়ার বিভাগের আধিকারিক জয়ন্ত কুমার সুর জানান, 'দীর্ঘ ২৮ বছর সাজা ভোগের পর বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। আপাতত সরকারের তরফে তিনি বার্ধক্য ভাতা সুবিধা পাচ্ছেন।
পাশাপাশি আগামীতে লোন পেয়ে উনি কোন কিছু করবার মধ্য দিয়ে যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন সেই বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সাথেও আমরা কথা বলেছি। উনাকে স্বনির্ভর করে তুলতে যাতে হাঁস-মুরগি ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়েও আমরা চেষ্টা করছি।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক মাড়গ্রামে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলার বিভিন্ন স্থানে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র,বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।প্রায় প্রতিদিন জেলার কোনো না কোনো থানা এলাকা থেকে বোমা বারুদ,আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। অনুরূপ ভোট পরবর্তীতে ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য।আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার পুলিশ।জানা যায় যে, বুধবার গভীর রাতে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ টহল দেওয়ার সময় মাড়গ্রাম থানার দুনিগ্রাম পিচ রোডের ভাবকি মোড়ের কাছে এক ব্যাক্তিকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ জাগে। সেই অনুযায়ী তখন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সদুত্তর না দেওয়াই তাকে আটক করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এরপর তল্লাশি চালিয়ে তার কাছে থেকে একটি দেশি ওয়ান শাটার পাইপগান ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়।পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত ব্যক্তির নাম উৎপল মাল। বাড়ি মারগ্রাম থানার বামদেবপুর গ্রামে। ধৃত ব্যক্তির তদন্ত শুরু করেছেন মাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

আরএসপির বাইক মিছিল মগরাহাটে

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বামফ্রন্ট সমর্থিত আরএসপি প্রার্থী কমরেড সমরেন্দ্রনাথ মন্ডলের সমর্থনে বাইক র‍্যালি হলো মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের যুগদিয়া ও গোকর্ণী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আজ সকাল ১০ টা থেকে মগরাহাট দু নম্বর ব্লক এলাকায় হল এই র‍্যালি। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত আরএসপি প্রার্থী কমরেড সমরেন্দ্রনাথ মন্ডল, মগরাহাট পূর্বের সিপিআইএম নেতা চন্দন সাহা, আবুল কালাম মোল্লা সহ নেতৃবৃন্দ। বামফ্রন্টের এই লোকসভা ভোটের হাতিয়ার চোর তৃণমূল ও বিজেপিকে একটাও ভোট নয়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে মগরাহাটে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জনসভা করার পরেই মঙ্গলবার তৃণমূলের মহিলা মিছিলে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আর তার পাল্টা হিসেবে বামফ্রন্টের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্করের নেতৃত্বে মগরাহাটে হলো এই র‍্যালি মিছিল। যুগদিয়া ও গোকর্ণী গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন এই র‍্যালি মিছিলে। যুগদিয়া সেবা সমিতি থেকে শুরু হয় তারপর শিবপুর হয়ে গোকর্ণী হয়ে পায়রানয় গিয়ে সমাপ্ত এই মিছিল।

গড়িয়ায় জলাভূমি ভরাট রুখতে সক্রিয় পৌরসভা

বাবলু প্রামানিক ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: গড়িয়ার নতুন দিয়াড়া এলাকায় জলাভূমি ভরাট রুখতে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের পৌরসভার। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে নতুন দিয়াড়াএলাকায় একটি জলাভূমি ভরাটের কাজ চলছিল। পৌরসভা ও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়ন্ত সেন গুপ্ত। কাউন্সিলর জানান পুকুর ভরাট বন্ধে তিনি একই সাথে পৌরসভায়, বিধায়কের কাছে ও নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। পৌর পিতার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসলো পুরসভাও। অভিযোগ টিকা সাউ নামে এক ব্যক্তি জোর করে জলাভূমি ভরাট করছে এবং সেখানে বাড়ি তৈরি করছে।
বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনার প্রতিবাদ করে এই পুকুরের মালিকানার অন্যতম শরীক ভোলা সাউ। তার বক্তব্য, এলাকার বাসিন্দারা এই পুকুর ব্যবহার করতেন সেই পুকুর জোর করে ভরাট করা হচ্ছে। অবিলম্বে পুকুরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিবেশী এক মহিলা জানান তারা একসময় এই পুকুর স্নান সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতেন। বর্তমানে পুকুরের বেশিরভাগ অংশই মাটি ফেলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন আর তারা ব্যবহার করতে পারেন না। যাদের বিরুদ্ধে পুকুর ভরাটের অভিযোগ সেই পরিবারের সদস্য টগর সাউ জানান তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে। বসতবাড়ি বাঁচানোর জন্য তারা কিছুটা অংশ মাটি ফেলেছেন কিন্তু তারা পুকুর ভরাট করেননি। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার দেবাশীষ দাস জানান তারা পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়েছেন বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছেন।

জেলিয়াখালির স্কুলের দুই ছাত্রের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

জাহির হোসেন

তিতাস মজুমদার

আপনজন:এই বছর ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতে সন্দেশখালি ব্লকের জেলিয়াখালী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। মাধ্যমিকেও ভাল রেজাল্ট করেছে। মাধ্যমিকে স্কুরের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে তিতাস মজুমদার। তারপর প্রাপ্ত নাম্বার হল ৬১২। এই নাম্বার পেয়েও তিতাস খুশি নয়। তিতাস বরাবরই মেধাবী ছাত্র। পঞ্চম শ্রেণী থেকেই এই বিদ্যালয়ে সে পড়াশোনা করছে। অন্যদিকে এ বছর ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে জাহির হোসেন মোল্লা। তার প্রাপ্ত নাম্বার হল ৪৫০। ৯০% নাম্বার। কয়েকটি সাবজেক্টে ৯০ এর উপরেও সে নাম্বার পেয়েছে। মেধাবী এই জাহির হোসেন পঞ্চম শ্রেণী থেকে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র। অত্যন্ত অনুগত ছাত্র জাহির হোসেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. মশিহুর রহমান জানান, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর আমাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য নজরকাড়া। জাহির হোসেন ছাড়াও ৪০০ বা তার অধিক নাম্বার পেয়েছে এরকম ছাত্রের সংখ্যা বেশ কয়েকজন। গড় সাফল্য অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক ভালো। ছাত্রদের সাফল্য পেয়ে আমরা খুবই গর্বিত বলে জানালেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

প্রথম নজর

সৌদির নতুন আকর্ষণ, তৈরি করবে বিশ্বের দীর্ঘতম সুইমিংপুল

আপনজন ডেস্ক: নতুন আকর্ষণ যোগ করতে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ধনী দেশ সৌদি আরব। এবার পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সুইমিংপুল তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে দেশটি। নিওমের ট্রিয়াম অঞ্চলে এই সুইমিংপুলটি তৈরি করা হবে। বানানো হলে এর দৈর্ঘ্য হবে ১ হাজার ৫০০ ফুট।
একটি তুলনা করলেই পুলটির আকার সম্পর্কে ধারণা হবে আপনার। আরব আমিরাতের দুবাইয়ের আকাশছোঁয়া ইমারতের মধ্যে ঝুলতে থাকা পুলটিকেও এর তুলনায় নিতান্ত সাধারণ মনে হবে আপনার। কারণ ৩৯৩ ফুট দৈর্ঘ্যের ঐ সুইমিংপুলের চার গুণ হবে এটির দৈর্ঘ্যে। দুবাইয়ের ঐ ইমারত দুটির একটি জা'আবিল উদ্বোধন হয় গত ফেব্রুয়ারিতে। সাগর থেকে ২২০ ফুট উচ্চতায় ঝুলবে নিওম প্রকল্পের এই পুল। এটি নির্মাণের সঙ্গে জড়িতরা জানিয়েছেন, বানানো হয়ে গেল এটি হবে বিশ্বের দীর্ঘতম সুইমিংপুল। এক বিবৃতিতে নিওম জানিয়েছে, পুলের নকশাটি সমসাময়িক ডিজাইন ও ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব–এ দুই বিষয়ের একটি চমৎকার সংমিশ্রণ হতে যাচ্ছে। অতিথিরা শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে সুইমিংপুলে আনন্দময় সময় উপভোগের সুযোগ পাবেন। শহরটির পরিকল্পনা যারা করেছেন তারা একে দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহী ও উদ্যমীদের জন্য ডিজাইন করা সেরা একটি রিসোর্ট হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অঞ্চলটিতে নৌ চালনা, ডাইভিংসহ পানি নিয়ে নানা ধরনের খেলার আয়াজন থাকবে। তাঁরা আরও বলেছেন, অতিথিরা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উন্নত সুবিধাও ভোগ করবেন এখানে। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের 'ভিশন ২০৩০' প্রকল্পের অংশ নিওম প্রজেক্ট। প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য দেশটিকে একটি বিলাসবহুল পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করা। তবে প্রকল্পটির জন্য বিশাল অর্থ খরচ করতে হচ্ছে সৌদি সরকারকে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ট্রিলিয়ন অর্থাৎ লাখ কোটি ডলার বিনিয়োগের বাস্তবতা সম্ভবত সৌদি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে।
এদিকে সৌদি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিওম বা দ্য লাইন নামক প্রকল্পের একটি অংশের জন্য পথ তৈরি করতে জমিতে বসবাসকারী লোকদের উচ্ছেদ করার জন্য প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

গাজায় শান্তি চান ওমানের সুলতান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধাবসান এবং সার্বভৌম ফিলিস্তিনে শান্তি ফেরাতে চান ওমান সুলতান হাইথাম।
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ৩ দিনের ওমান সফরে পৌঁছলে তিনি এ বিষয়ে আলাপ করেন। জানা যায়, বুধবার দেশটির আল বারাকা প্যালেসে জাতিসংঘের মহাসচিবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ওমান সুলতান। এসময় শান্তিপূর্ণ ও সংঘাতমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা এবং গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে ওমান ও জাতিসংঘের সম্ভাব্য করনীয় এবং প্রচেষ্টার বিষয়ে আলাপ করেন মহাসচিব ও সুলতান হাইথাম।
এর আগে মঙ্গলবার মাস্কাট বিমানবন্দরে পৌঁছালে জাতিসংঘ মহাসচিবকে বরণ করেন ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডারসেক্রেটারি শেখ খলিফা বিন আলি আল হার্থি। এসময় মহাসচিবের সফরসঙ্গী ছাড়াও ওমানের ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। যদিও কুয়েত সফরে থাকায় এদিন সুলতানের

সুইজারল্যান্ডে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হল পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের নির্বিচার ফিলিস্তিনিদের হত্যা বন্ধের দাবিতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালিয়ে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টায় ক্যাম্পাসে ঢুকে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হওয়ার এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের অভিযানে সপ্তাহব্যাপী চলা বিক্ষোভের আপাতত ইতি ঘটলো।
পুলিশের অভিযানের সময় অনেক শিক্ষার্থী ঘুমিয়ে ছিলেন। তারা আন্দোলনকারীদের স্থাপন করা ক্যাম্প ভেঙে দেয়। শিক্ষার্থীদের অপরাধীর মতো চেপে ধরে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরান। এরপর তাদের জড়ো করার পর ভূগর্ভস্থ পার্কিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় বেশ মর্মাহত বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা জানান, অন্তত ২৫ জন পুলিশ সদস্য অতর্কিতভাবে বিক্ষোভস্থলে প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছিলেন।
আমিরা নামে মরক্কোর এক শিক্ষার্থী সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সিকে জানান, পুলিশের অনেক সদস্য

বেসামরিক লোকের ছদ্মবেশে ছিলেন। তাদের মুখে মুখোশ ছিল। হাতকড়া পরা এবং গ্রেফতার হওয়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাধীর মতো হাতকড়া পরিয়ে আমাদের সহপাঠীদের নিয়ে যাওয়ায় সবাই হতাশ।
তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা কিছু করিনি। কোনো হিংসা বা কোনো বৈষম্য বা ঘৃণার পথ বেছে নিইনি। পুলিশ ঠিক করেনি। এটা ভালো হয়নি। আমরা তো ছাত্র। আমরা গাজায় শান্তি চাই।
প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ইসরায়েলের এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে গত ১৮ এপ্রিল বিক্ষোভ শুরু করেন নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের এ বিক্ষোভ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে মার্কিন সরকার। এর মধ্যে ইউরোপ, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা।

মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ইসরায়েলের গোপন আঁতাত ফাঁস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইসরায়েলি সরকারের গোপন আঁতাতের অভিযোগ অনেক পুরোনো। তবে গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর সেই অভিযোগের পালে নতুন হাওয়া লেগেছে।
জানা গেছে, ইসরায়েলি বাহিনী গত সপ্তাহে গাজায় ত্রাণ আসার একমাত্র পথ রাফা সীমান্তের ফিলিস্তিন অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তবে তারা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে রাফা সীমান্তে প্রতিনিধি পাঠাতে প্রস্তাব দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিন দেশের কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস।
ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরেই চায়, গাজায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব থাকুক। তবে হামাসের কারণে তেল আবিবের সেই ইচ্ছা পূরণই হচ্ছে না।
জানা গেছে, আব্বাস সরকারও চায় রাফার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে হস্তান্তর করা হোক। তবে সেটা ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নয় বরং তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। তেমন কিছুর ব্যাপারে ইসরায়েলের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলে রাফায় কর্মকর্তা পাঠাতে আপত্তি নেই আব্বাসের।
গত সপ্তাহে সোমবার রাফার সীমান্তের ফিলিস্তিনি অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইসরায়েলি

সেনাবাহিনী। এরপর ওই সীমান্ত বন্ধ করে দেয় তারা। এমন অবস্থায় ইসরায়েল ও গাজার মধ্যবর্তী কেরেম শালোম ক্রসিং দিয়ে ত্রাণবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে মিসর। কায়রোর দাবি, রাফা সীমান্ত থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সরে গেলেই তারা ট্রাক যেতে দেবে।
ইসরায়েলের সিনিয়র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা রাফার নিয়ন্ত্রণ ফিলিস্তিনিদের কাছে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে হামাসঘেঁষা কাউকে ইসরায়েল চায় না বলেও জানিয়েছেন তারা। গত সপ্তাহেই ইসরায়েলি কর্মকর্তারা প্রস্তাব দেন যে, রাফা সীমান্ত পরিচালনায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তবে ওই কর্মকর্তা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সদস্যের ভূমিকায় থাকতে পারবে না বলে শর্ত দেয় ইসরায়েল।
অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, ইসরায়েলের এমন শর্তে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও তার উপদেষ্টা। তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে সাফ জানিয়েছে দিয়েছেন যে, 'আন্ডারকভার' হিসেবে রাফা সীমান্তে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। উল্টো ১০ দিন ধরে আটকে রাখা ফিলিস্তিনের রাজস্ব ছেড়ে দিতে ইসরায়েলে প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আব্বাস।
রাজস্বের ওই অর্থের ওপর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বাজেট নির্ভর করে। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পর আব্বাস সরকারকে চাপে রাখতে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে তেল আবিব। অবশ্য ওই বাজেটের অর্থ ছেড়ে দিলেও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মকর্তাদের রাফা সীমান্তে পাঠাবে না। কারণ তাদের আশঙ্কা কর্মকর্তাদের হত্যা করতে পারে হামাস।

বিক্ষোভের মুখে 'ফরেন এজেন্ট' বিল, পক্ষে ভোট দিলেন জর্জিয়ার সংসদ সদস্যরা

আপনজন ডেস্ক: জর্জিয়ার সংসদে বিতর্কিত 'ফরেন এজেন্ট' বিল আইনে পরিণত করতে ভোটাভুটি হয়েছে। মঙ্গলবার প্রস্তাবিত বিলটির সমর্থনে ভোট দিয়েছেন অধিকাংশ সংসদ সদস্য। নাগরিক সমাজকে দমন করার জন্য ক্রেমলিনের অনুপ্রেরণায় এই বিলটি আনা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী নেতারা।
জানা গেছে, মঙ্গলবার জর্জিয়ার পার্লামেন্টে ভোটের আগে রাজধানী তিবলিসে বিলটির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার নাগরিক। এ সময় পার্লামেন্টের বাইরে জমায়েত হওয়া বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ চড়াও হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া ক্ষমতাসীন জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির একজন এমপি প্রধান বিরোধী দলের নেতা লেভান খাবিশভিলির দিকে তেড়ে এলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে আটক করে। বিলটিতে বলা হয়েছে, জর্জিয়ার মিডিয়া বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা যারা বিদেশ থেকে তাদের তহবিলের ২০ শতাংশের বেশি গ্রহণ করে তাদের বিদেশী শক্তির স্বার্থ সংরক্ষণকারী সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন করতে হবে। এর আগে জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি কোবাখিদজে তিবিলিসিতে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিম ও'ব্রায়েনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেখানে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ নিয়ে তারা কথা বলেন। জর্জিয়ান সরকার ফের রাশিয়ার সারিবদ্ধ হচ্ছে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে যুক্তরাষ্ট্রের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট জিম ও'ব্রায়েন জানান, দেশটিকে দেওয়া তহবিলে শীঘ্রই লাগাম টানা হতে পারে। তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর জর্জিয়ার পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় করেছে এবং দেশটির অর্থনীতি ও সামরিক বাহিনীর জন্য আরও কয়েক মিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তিবলিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ও'ব্রায়েন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের এখন অংশীদার নয়, বরং প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হলে সবকিছু পর্যালোচনা করা উচিত।' এদিকে, জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট সালোমে জোরাবিচভিলি বলেছেন, তিনি বিলটিতে ভেটো দেবেন। তবে তা খারিজ করার জন্য সংসদে ক্ষমতাসীন দলের যথেষ্ট সংসদ সদস্য রয়েছেন। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিলটিকে 'ক্রেমলিন-অনুপ্রাণিত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ ২০১২ সালে ভ্লাদিমির পুতিনের করা রাশিয়ার সংবিধি অনুযায়ী এই আইন সমালোচনাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য আনা হয়েছে বলে দাবি তাদের। ও'ব্রায়েন বলেন, নতুন এই আইন এবং সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পশ্চিমা বিরোধী বক্তব্যের কারণে জর্জিয়ার সঙ্গে (যুক্তরাষ্ট্রের) কৌশলগত সম্পর্ক ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি গারিবাশভিলি সোমবার দাবি করেছেন যে, দেশটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'গ্লোবাল পার্টি অফ ওয়ার' এর শিকার হচ্ছে। এটা সে রকম ভাষার প্রতিধ্বনি, ইউক্রেনে পশ্চিমাদের সাহায্যের বিষয়ে ক্রেমলিন যে রকম ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

জামিন পেলেন ইমরান খান

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে জামিন দিয়েছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট (আইএইচসি)।
বুধবার আদালত এ জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছে। তবে আরো দুটি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া ইমরান এখনই জেল থেকে ছাড়া পাবেন না বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী।
ডন অনলাইন জানিয়েছে, আদালত ১০ লাখ টাকায় জামিন দিয়েছেন। অবশ্য দুর্নীতির মামলায় জামিন পেলেও ইমরানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে না। কারণ তিনি এখনো সাইফার মামলা এবং ইদ্দত মামলায় সাজা ভোগ করছেন।
ইমরান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে ফেব্রুয়ারিতে রাওয়ালপিন্ডির একটি আদালত দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত করে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, ইমরান ও বুশরা বিবি একটি প্রতিষ্ঠানের শত শত কোটি রুপি বৈধ করার জন্য উপহার হিসাবে জমি নিয়েছিলেন। তবে ইমরান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুবাইয়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের গোপন সম্পদের পাহাড়, নথি ফাঁস

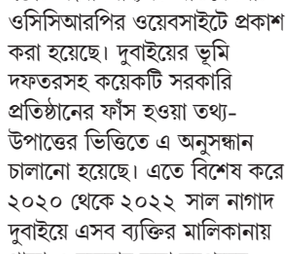

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে ধনী ব্যক্তি ও পরিবারগুলোর জন্য দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই। সেখানে বিভিন্ন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গোপনে লাখ লাখ ডলার মূল্যের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। ফাঁস হওয়া নথিতে প্রকাশ্যে এসেছে তাদের নাম ও সম্পদের পরিমাণ।
বৈশ্বিক একটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রকল্পের ফাঁস হওয়া ওই তালিকায় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞায় থাকা ব্যক্তি, অর্থ পাচারকারী ও অপরাধীদের নামও রয়েছেন।
'দুবাই আনলকড' নাম দেওয়া এ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রকল্পের সমন্বয় করেছে অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি) ও নরওয়ের সংবাদমাধ্যম ই-টোয়েন্টিফোর। এ প্রকল্পে অংশ নিয়েছে ৫৮টি দেশের ৭৪টি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেদনটি ওসিসিআরপির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দুবাইয়ের ভূমি দফতরসহ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ফাঁস হওয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এতে বিশেষ করে ২০২০ থেকে ২০২২ সাল নাগাদ দুবাইয়ে এসব ব্যক্তির মালিকানায় থাকা ও ব্যবহার করা সম্পদের বিস্তারিত চিত্র উঠে আসে। ফাঁস হওয়া তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজ। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সংঘাত নিয়ে গবেষণা করে থাকে। পরে এসব তথ্য-উপাত্ত ই-টোয়েন্টিফোর এবং ওসিসিআরপির সঙ্গে ভাগাভাগি করে প্রতিষ্ঠানটি। এ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় অংশ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসও। ফোর্বসের প্রতিবেদনের ১০ ধনকুবেরের নাম, তাদের নিট সম্পদ ও দুবাইয়ে থাকা সম্পদের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
ফোর্বসের তথ্যানুযায়ী, দুবাইয়ে ২২ ধনকুবের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন ৬০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের ৭৬টি সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে। বিশ্বের চারটি মহাদেশের ১০টি দেশ থেকে এসেছেন তারা। শুরুতেই রয়েছে ভারতীয় নাগরিক মুকেশ আম্বানির নাম। তার নিট সম্পদ ১১ হাজার ২০ কোটি ডলার। সম্পদের উৎস হিসেবে 'বিভিন্ন খাত' উল্লেখ করা হয়েছে। দুবাইয়ের পাম জুমেইরাহ কৃত্রিম দ্বীপে তার আনুমানিক ২৪ কোটি ডলারের সম্পদ রয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.

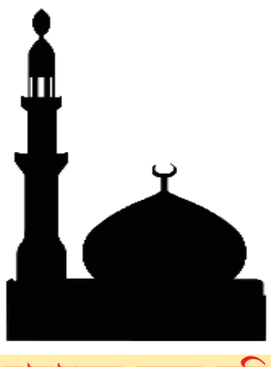

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৭	৪.৫৫
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৫	
এশা	৭.৩২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

পেরুতে বাস উল্টে ১৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পেরুতে বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির পাহাড়ী আয়াকুচো অঞ্চলে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বাস উল্টে ঢালে পড়ে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। বাসটি ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে লিমা থেকে আয়াকুচো যাচ্ছিল।
আয়াকুচোর কর্মকর্তা ওয়াইবার ভেগা সাংবাদিকদের বলেন, এরইমধ্যে ১৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মারা গেছেন নোবেলজয়ী সাহিত্যিক এলিস মুনরো

আপনজন ডেস্ক: কথাসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কানাডীয় লেখক এলিস মুনরো মারা গেছেন। স্থানীয় সময় সোমবার রাতে অন্টারিওর নিজ বাসভবনে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু হয় এই খ্যাতিমান সাহিত্যিকের। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
এলিস মুনরো দীর্ঘ ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তার সাহিত্যের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল কানাডার গ্রামীণ জীবন। গভীরতম সাহিত্যবোধের কারণে তাঁকে কিংবদন্তী রুশ লেখক আন্তন চেখভের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ২০১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পান অ্যালিস মুনরো। তখন তার বয়স ছিল ৮২ বছর। ওই সময় মন্তব্য করেছিলেন, 'জানতাম তালিকায় আমার নাম আছে। কিন্তু কখনো ভাবিনি যে আমিই জিতব।' নোবেল কমিটি তাকে 'সমকালীন ছোটগল্পের মাস্টার' বলে অভিহিত করে। এর আগে নোবেলের পর সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ম্যান বুকার পুরস্কার পেয়েছেন ২০০৯ সালে। 'দ্য বেয়ার কাম ওভার দ্য মাউন্টেন' বইয়ের জন্য তিনি ওই পুরস্কার পান। তার এ বই অবলম্বনে পরিচালক সারাহ পলি তৈরি করেছেন সিনেমা অ্যাওয়ে ফ্রম হার।
অ্যালিস মুনরো লেখালেখির প্রথম সাফল্য আসে ১৯৬৮ সালে। তার ছোট গল্পের বই 'ড্যান্স অব দ্য হ্যাপি শেডস'র জন্য পান কানাডার সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান, গভর্নর জেনারেল পুরস্কার।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বাস দুর্ঘটনা, নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে একটি বাস দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে ৪২ জন।
ফ্লোরিডা হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক ছিলেন। তারা ডানেলনের ক্যানন ফার্মে যাচ্ছিলেন। তাদের বহনকারী বাসটি গেইনসভিলের প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আরেকটি বাস সামনে এসে পড়ে। এ সময় বাস দুটি একে অপরকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলে একটি বাস রাস্তা থেকে ছিটকে যায়। একটি বেড়ার ভেতর দিয়ে সামান্য দূরে গিয়ে উল্টে যায় বাসটি।
ফ্লোরিডা হাইওয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটা এখনো স্পষ্ট নয় যে, কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।
এদিকে মঙ্গলবার সকালে ক্যানন ফার্মস সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় এ দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে তারা সব ধরনের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলেও জানায় প্রতিষ্ঠানটি।

ইসরায়েলি বাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে গাজায় হামাসের গেরিলা যুদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: টানা সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের এ হামলায় গাজায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে এ যুদ্ধে থেমে নেই হামাস। তারাও ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর গেরিলা হামলা চালিয়েছে যাচ্ছে। জানা গেছে, গাজার রাফায় ইসরায়েলি ট্যাংকে হামলা করেন কাসাম ব্রিগেডের সদস্যরা। তাদের হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর (আইডিএফ) অত্যাধুনিক ট্যাংক। কাসাম ব্রিগেড হামাসের সামরিক শাখার একটি শক্তিশালী ইউনিট। অভিযানের পুরোটাই ভিডিওতে ধারণ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাফা শহরে ট্যাংক ও বুলডোজার নিয়ে অবস্থান করছে ইসরায়েলি সেনারা। ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা পার্ক করা ইসরায়েলি ট্যাংকের খুব কাছের একটি টানেল থেকে হঠাৎ উঠে আসেন। তাদের হাতে ছিল ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন। মাটির নিচ থেকে যোদ্ধাদের উঠে আসার ঘটনা ছিল অপ্রত্যাশিত। সেখানে অবস্থান করা দখলদার সেনারা সড়ক, খোলা মাঠ, ভবনের দিকে নজর রাখছিলেন। এ সুযোগে যোদ্ধারা মাইন নিয়ে সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ট্যাংকের দিকে এগিয়ে যান।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩২ সংখ্যা, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, ৭ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

‘আইনের শাসন’

উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই সাংবিধানিকভাবে ‘গণতন্ত্র’ রহিয়াছে; কিন্তু গণতন্ত্র যে আসলে কী জিনিস—তাহার বিপরীতে এই সকল দেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক হানাহানি, হিংস্রতা, রক্তের হোলি খেলা দেখিয়া চমকাইয়া যাইতে হয়। নির্বাচনে সহিংসতা কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী—তাহা আমরা কয়েক দশক ধরিয়া একটি বৃহত্ উন্নয়নশীল দেশের সকল ধরনের নির্বাচনে দেখিয়া আসিতেছি। সেইখানে নির্বাচনে ধাওয়া-পালটাধাওয়া, হামলা-প্রতিহামলা, ভাঙচুর-নৃশংসতা, হানাহানি, খুনাখুনির মতো হেন খারাপ দৃষ্টান্ত নাই যাহা হয় না। ধারালো অস্ত্রের আস্ফালন আর বোমাবাজি তো আছেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতে পারে—‘ওরে বাবা! এই কেমন নির্বাচন!’

এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতো আমাদের উপলব্ধি হয়—জ্ঞানসমুদ্রের তীরে আমরাও যেন নুড়ি কুড়াইতেছি মাত্র। আরো কত দেখিবার আছে! বুঝিবার আছে! তৃতীয় বিশ্বের এমনতর গণতন্ত্র দেখিয়া আমাদের মনে পড়িয়া যায় মহাভারতে বর্ণিত দ্রোণাচার্যের পুত্রের কথা। অস্ত্রশিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা ছোটবেলায় ধনীপুত্রদের দেখাদেখি দুধ খাইতে চাহিতেন; কিন্তু দরিদ্র দ্রোণাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না দুগ্ধ ক্রয় করিবার; কিন্তু পুত্রের আশা মিটাইতে তিনি দুগ্ধের পরিবর্তে চালবাটা পিটুলি গোলা দিয়া পুত্রকে বলিতেন—ইহাই দুধ। তাহার গরিব পুত্রও চালবাটা পিটুলি গোলা খাইয়াই ‘দুধ খাইতেছি’ ভাবিয়া আনন্দ করিতেন এবং নিজেকে ধনীপুত্রদের সমতুল্য মনে করিতেন।

অনেকেই মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেরই গণতন্ত্রই হইতেছে অশ্বত্থামার চালবাটা পিটুলি গোলা খাইবার মতো। উহা আসলে দুধ বা গণতন্ত্র নহে। প্রথম কথা হইল—গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে, ইহার পাশাপাশি বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টিও থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না। ইহা যেন গণতন্ত্র নামক দুধের বদলে চালবাটা গোলানো পিটুলি গোলা গিলানো। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণও সেই ‘পিটুলি গোলা’ পান করিয়া ‘দুধ খাইয়াছি’ ভাবিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

বিশ্বব্যাপী দেশগুলির গণতন্ত্রের সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেইগুলি হইতেছে—নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা। পৃথিবীতে যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের অবনমন ঘটিতেছে সেই দেশগুলিতে এই পাঁচটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাসীনদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। এমনকি অনেক পুরাতন শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশও দেখা যাইতেছে বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জলাঞ্জলি। স্পষ্টতই, তৃতীয় বিশ্বে গণতান্ত্রিক মন্দাদশা দিনদিন বাড়িতেছে, ইহার বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বে গাল ফুলাইয়া বলা হয়—কেহ আইনের ঊর্ধ্বে নহে। অথচ যেই অপরাধের জন্য তাহাকে আইনের শাসানি দেওয়া হইল, দেখা যাইবে সেই অপরাধ শতসহস্র মানুষ করিয়াছে কিংবা করিতেছে; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে আইন যেন চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছে। অথচ সত্যিকারের আইনের প্রয়োগ হইলে সকলের ক্ষেত্রেই তাহা সমানভাবে হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে স্বনামধন্য ফরাসি পণ্ডিত মন্টেস্কু তাহার ‘দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ’ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—‘অভিজ্ঞতা আমাদের অনবরত দেখাইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, তিনি তাহা সুকৌশলে অপব্যবহার করিয়া চলেন এবং তাহাকে রুখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাহার কর্তৃত্বপরায়ণতা বজায় রাখিয়া চলেন।’

প্রকৃতপক্ষে, আইনের শাসনের অভাব থাকিলে কী হইতে পারে—তাহার জলজ্যান্ত উদাহরণ বর্তমানে আইনের স্বর্গোদ্যানখ্যাত জার্মানিতেই একসময় দেখা গিয়াছিল। নাসি আমলে বিচারের নামে যেই প্রহসন চলিত আদালতকক্ষে, তাহা আজও সিনেমা বা পুরাতন তথ্যচিত্রে যে কেহ দেখিলে তাহার শরীর দিয়া শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে। বিচারকরা নিরপরাধ আসামিদের উপর হম্বিতম্বি করিয়া তাহাদের কথা বলিতে দিতেন না। রায় ছিল পূর্বনির্ধারিত। দূরভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব যদি আর তৃতীয় না থাকে—তখন বর্তমান সময়ের ‘গণতন্ত্র’ ও ‘আইনের শাসন’ দেখিয়া ভবিষ্যত্ মানুষের শরীর দিয়া কি শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে না?

চিনকে যুক্তরাষ্ট্র হারাতে পারবে না, সেই চেষ্টা করাও ঠিক নয়

চীনের বিরুদ্ধে ওঠা চাহিদার তুলনায় বেশি পণ্য উৎপাদন বা ওভার-ক্যাপাসিটির অভিযোগ এখন বিশ্বব্যবস্থার নীতিনির্ধারকদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গত এপ্রিলে চীন সফরকালে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন যুক্তি দিয়েছিলেন, ‘অস্বাভাবিক সরকারি ভর্তুকির বদৌলতে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত সস্তা চীনা পণ্যে যখন বিশ্ববাজার ছেয়ে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশি সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়ছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, এক দশক আগে ঠিক একই গল্প আমাদের সামনে এসেছিল। লিখেছেন **কিয়ুয়ান সু**।

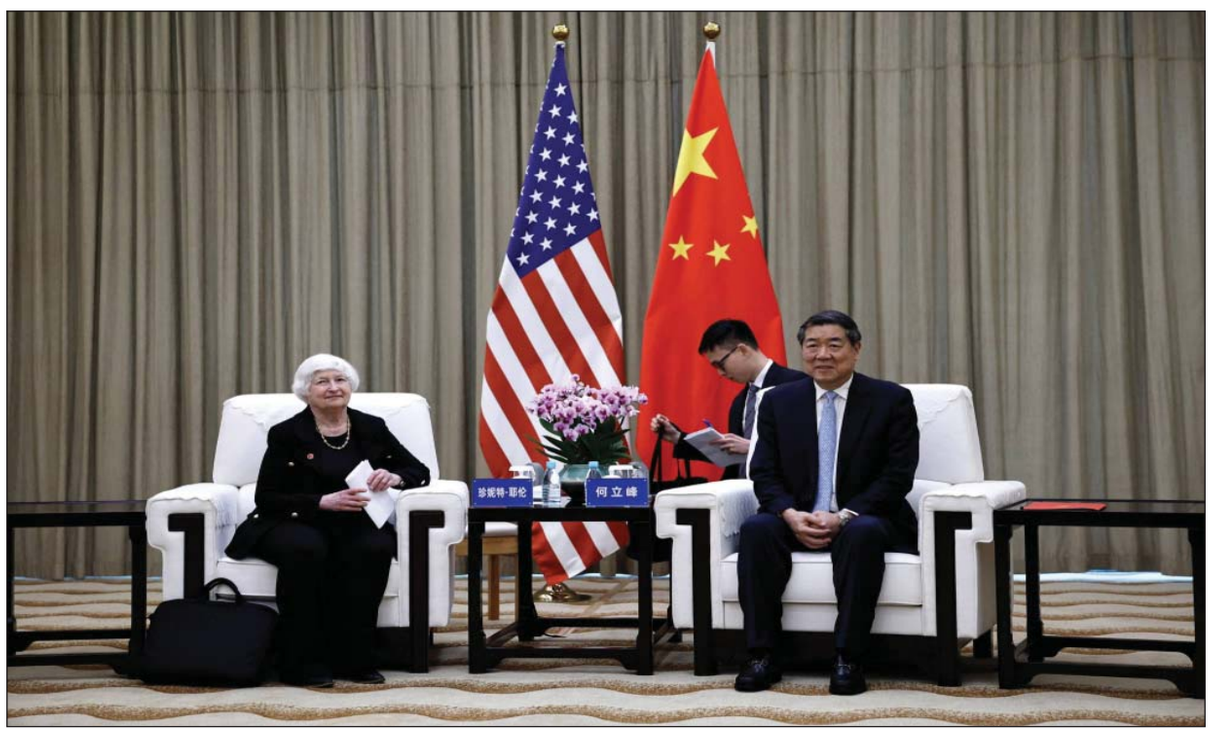

চীনের বিরুদ্ধে ওঠা চাহিদার তুলনায় বেশি পণ্য উৎপাদন বা ওভার-ক্যাপাসিটির অভিযোগ এখন বিশ্বব্যবস্থার নীতিনির্ধারকদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

গত এপ্রিলে চীন সফরকালে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন যুক্তি দিয়েছিলেন, ‘অস্বাভাবিক সরকারি ভর্তুকির বদৌলতে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত সস্তা চীনা পণ্যে যখন বিশ্ববাজার ছেয়ে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশি সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়ছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, এক দশক আগে ঠিক একই গল্প আমাদের সামনে এসেছিল।

ইয়েলেনের বক্তব্যকে অংশত সঠিক ধরে নিয়ে বলা যায়, চীন ও আমেরিকার চলমান বাণিজ্যযুদ্ধ চীনের রপ্তানি প্রতিযোগিতাকে দুর্বল করেনি, বরং জোরদার করেছে।

২০২৩ সালে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে তার ১৪ শতাংশ ছিল চীনের। তার মানে ২০১৭ সালের (অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর আগে) চেয়ে ২০২৩ সালের রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ২০২৩ সালে চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল প্রায় ৮২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার, যা ২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

এক দশক আগে চীনে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের যে ঘটনা ঘটেছিল, তার পেছনে মূলত চীনা মুদ্রা রেনমিনবির (আরএমবি) অবমূল্যায়ন কাজ করেছিল। আজকের পরিস্থিতিও কিন্তু অনেকটা একই রকম। আমার গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে ডলারের বিপরীতে আরএমবি ১৬ শতাংশ অবমূল্যায়িত অবস্থায় ছিল। এটি চীনের উচ্চ রপ্তানি ও বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পেছনে কাজ করেছিল।

আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পেছনে প্রধান যে কারণটি কাজ করেছে, সেটি হলো গত দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির হার চীনের তুলনায় ১০ শতাংশ পয়েন্ট বেশি ছিল।

ক্রয়ক্ষমতা-সমতার দিক থেকে ডলারের বিপরীতে আরএমবির মান ১০ শতাংশ বাড়া উচিত ছিল। সেটি তো বাড়েইনি, উল্টো আরএমবির মান কমেছে ১১ শতাংশ। সে হিসেবে ডলারের বিপরীতে আরএমবির প্রকৃত অবমূল্যায়ন হয়েছে ২১ শতাংশ।

> মার্কিন কংগ্রেস এমন আইন করার বিষয়টিও বিবেচনা করছে, যা চীনে আমেরিকান বিনিয়োগকে আরও সীমিত করে ফেলবে। সব মিলিয়ে এই বিষয়গুলোকে চীনের পুঁজির বহিঃপ্রবাহকে বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে আরএমবির অবমূল্যায়নের মাত্রা বেড়ে গেছে। যতক্ষণ চীন-আমেরিকান সম্পর্ক এবড়োখেবড়ো অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ আরএমবির বিনিময় হার সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে অবমূল্যায়িত অবস্থায় থাকবে; এর ফলে ইয়েলেনের অভিযোগগুলোর সমাধান করা আরও কঠিন হয়ে উঠবে। অন্যদিকে মুদ্রার বিনিময় হারকে বিকৃত করা রাজনৈতিক ইস্যুগুলো চীনের পরিষেবা খাতের বিকাশকেও ধীর করে দেবে।

২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ফেডারেল রিজার্ভের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় আরএমবির অবমূল্যায়নের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয় হলো, চীন সরকার মুদ্রা বিনিময় হারকে নিশানা করে তার অর্থনীতিকে পরিচালনা করছে—এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও একমত যে চীন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ নিয়ে কোনো ধরনের কারসাজি করেনি।

এই ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিকে এক দশক আগের তুলনায় অনেক আলাদা বলে ধরতে হবে। কারণ, সংকটটির মাঝামাঝি সময়ে এসে চীন বেশ সফলভাবে তার মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা (এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম) সংস্কারের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

সংস্কারের পরও কেন আরএমবি এখনো অবমূল্যায়িত হচ্ছে, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। ২০২০ ও ২০২১ সালের বিনিময় ভারসাম্যের (ব্যালান্স অব পেমেন্ট, সংক্ষেপে বিওপি) দিকে তাকালে দেখা যাবে, বিদেশ থেকে সরাসরি এবং সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ থেকে আসা নিট ক্যাপিটাল ইনফ্লো (এনসিআই) বা অন্তর্মুখী তহবিলের নিট প্রবাহ ৪০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছিল।

অন্যদিকে ২০২২ ও ২০২৩ সালে বিদেশে বিনিয়োগ করা তহবিলের নিট প্রবাহ (নিট ক্যাপিটাল আউট ফ্লো বা এনসিও) ৫০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।

পুঁজি উচ্চমাত্রায় বাইরে চলে যাওয়ার কারণে চীনের বিশাল বিশাল চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের পক্ষেও আরএমবির আশানুরূপ মূল্যমান প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। বাণিজ্য ভারসাম্য ঠিক রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনকে অকার্যকর করে তুলেছে। চীনের মূলধন বাইরে যাওয়ার জন্য শুধু চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সুদের হারের পরিবর্তনকে দায়ী করা যায় না। আদতে, চীনা মূলধনের বহিঃপ্রবাহের পেছনে প্রধানত বেশ কিছু অ-অর্থনৈতিক কারণ কাজ করেছে। যেমন চীন বেশ কিছু নীতি নিয়েছে, তা নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ওপর নানা বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চীন-আমেরিকান উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র চীনে বিনিয়োগ করার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করে, এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছে। মার্কিন কংগ্রেস এমন আইন করার বিষয়টিও বিবেচনা করছে, যা চীনে আমেরিকান বিনিয়োগকে আরও সীমিত করে ফেলবে। সব মিলিয়ে এই বিষয়গুলোকে চীনের পুঁজির বহিঃপ্রবাহকে বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে আরএমবির অবমূল্যায়নের মাত্রা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এসব নীতির মধ্যে রয়েছে চীনে শিল্পভিত্তিক পুঁজির প্রবাহ সীমিত করা এবং সেখানে ভ্রমণের ঝুঁকিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো।

মার্কিন কংগ্রেস এমন আইন করার বিষয়টিও বিবেচনা করছে, যা চীনে আমেরিকান বিনিয়োগকে আরও সীমিত করে ফেলবে। সব মিলিয়ে এই বিষয়গুলোকে চীনের পুঁজির বহিঃপ্রবাহকে বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে আরএমবির অবমূল্যায়নের মাত্রা বেড়ে গেছে। যতক্ষণ চীন-আমেরিকান সম্পর্ক এবড়োখেবড়ো অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ আরএমবির বিনিময় হার সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে অবমূল্যায়িত অবস্থায় থাকবে; এর ফলে ইয়েলেনের অভিযোগগুলোর সমাধান করা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে মুদ্রার বিনিময় হারকে বিকৃত করা রাজনৈতিক ইস্যুগুলো চীনের পরিষেবা খাতের বিকাশকেও ধীর করে দেবে।

এই সব বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, সংকট সমাধানে চীনকে অবশ্যই তার অ-অর্থনৈতিক পদক্ষেপের প্রভাব মূল্যায়নের দিকে মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তার চীনা স্বার্থবিরোধী নীতিগুলো শিথিল করতে হবে।

কিয়ুয়ান সু চায়নিজ একাডেমি অব সোশ্যাল সায়েন্সের ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিকসের সিনিয়র ফেলো ও উপপরিচালক অনুবাদ

মায়ানমারে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের

আপনজন ডেস্ক: চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রাতের অন্ধকারে বসে ছিলেন আবদুল্লাহ (ছদ্মনাম)। মায়ানমারের সীমান্তবর্তী রাজ্য রাখাইনের বাসিন্দা আবদুল্লাহ (ছদ্মনাম) এবং তাঁর ৩০ প্রতিবেশীকে অস্ত্রের মুখে বাড়ি থেকে ট্রাকে তোলেন সেনারা। এরপর সেই ট্রাক একটি সামরিক ঘাঁটির উদ্দেশে রওনা দেয়। অন্ধকারের মধ্যে চার ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষার পর সকালেই তাঁদের এক সেনা কমান্ডারের সামনে হাজির করা হয়। ওই সেনা কর্মকর্তা তাঁদের স্থানীয় একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করার নির্দেশ দেন। দুই সপ্তাহ ধরে মায়ানমারের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘জেনারেল (সেনা কর্মকর্তা) আমাদের বলেছিলেন, আরাকান আর্মি (এএ) এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে। আমাদের নিজেদেরই নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, আরাকান আর্মি আমাদের এলাকাগুলোতে আক্রমণ করায় সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছে।’ মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের হিসাব অনুসারে, ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গাকে মায়ানমারের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে জনবল বৃদ্ধি করতে গত ফেব্রুয়ারিতে বাধ্যতামূলক যোগদানের আইন কার্যকর করে জান্তা। আইন অনুসারে, দেশটির ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সব পুরুষ এবং ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সী সব নারীকে কমপক্ষে দুই বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হবে। মায়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইন রাজ্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির কাছে অনেক এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। আরাকান আর্মি স্থানীয় রাখাইন বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। জাতিসংঘ বলেছে, মায়ানমারে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের আইন কার্যকরের লক্ষ্য হলো, সেনাদের মৃত্যু ও যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা। মায়ানমারে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের আইনটি শুধু দেশটির নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য।

মায়ানমার আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

আজিম ইব্রাহিম

মায়ানমারে সংকট ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে। দেশটির সেনাবাহিনী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স ও অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে ক্রমাগত ভিত্তি হারাচ্ছে সেনাবাহিনী। এ প্রেক্ষাপটে আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের অশুভ আশঙ্কা দেশটির সামনে দেখা দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যেই অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। জ্যেষ্ঠ জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের নেতৃত্বে জান্তা সরকারের ক্ষমতার মুঠো আলগা হয়ে যাওয়ার সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন।

যাহোক, এর থেকেও বেশি উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরপর যিনিই ক্ষমতা কুক্ষিগত করবেন, বর্তমান জান্তাপ্রধানের থেকেও তিনি বেশি নিষ্ঠুর ও নিপীড়ক হবেন।

গত বছর আমরা মায়ানমারের জনগণের দিক থেকে অনন্যসাধারণ প্রতিরোধ দেখেছি। সামরিক সরকার সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন ব্যাপকভাবে বাড়ানোর পরও তাঁরা গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার দাবি করেছেন। পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের উত্থান জান্তা সরকারকে আরও বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। সাধারণ জনগণ ও সেনাবাহিনী নিয়ে হতাশ সেনারা মিলে এই জনগণের এই প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছে। একেকটা করে দিন যাচ্ছে আর জান্তা সরকার ক্রমাগতভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে।

এই বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা মোটেই খারিজ করে দেওয়া যাবে না। বিদ্রোহী ও ভিন্নমতাবলম্বী জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে সেনা নেতৃত্বের মধ্যে উপদল গঠনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সেনাবাহিনীর ভেতরে ক্ষমতার লড়াইয়ের উর্বর ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে। বর্তমান সংকট মোকাবিলা ও বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা মিন অং হ্লাইংয়ের নেতৃত্বকে বড় ধরনের পরীক্ষার মুখে ফেলেছে। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থদের মধ্যে এই অসন্তোষ বিদ্রোহী জেনারেলদের নতুন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছে।

যাহোক, বর্তমান জান্তা সরকার জনসাধারণের ওপর যে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে, সেই বিবেচনা থেকে মায়ানমারে নতুন একটি সেনা সরকার আসার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে ভীতিকর।

এখানে ভয়টা একেবারে বাস্তব যে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই নতুন কেউ ক্ষমতায় বসলেই ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

মায়ানমারের বর্তমান জান্তা সরকার ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তার, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে যে রকম নৃশংসতা চালিয়েছে, সেটা আমাদের সামরিক বাহিনীর নির্দয় কৌশলকে মনে করিয়ে দেয়।

মায়ানমারে আরেকটি সেনা অভ্যুত্থান হলে তার যে প্রভাব পড়বে, সেটাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খাটো করে দেখতে পারে না। দেশটির সংকট এরই মধ্যে মানবিক বিপর্যয় তৈরি করেছে। লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাঁরা খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে পড়েছেন। নতুন শক্তিতে বলীয়ান সামরিক জান্তা সহিংসতার নতুন যে ঢেউ শুরু করবে, তা বেসামরিক জনসাধারণের দুর্ভোগ আরও অসহনীয় করে তুলবে এবং দেশটিকে আরও অস্থিরতার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে আসিয়ানকে (অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট নেশনস) এই পরিস্থিতির জন্য অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। মায়ানমারের সংকটে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তার জন্য আসিয়ানকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

সবার আগে আসিয়ানকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে হবে। সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের যেকোনো ধরনের অধিকার হরণের ঘটনার সমস্বরে নিন্দা জানাতে হবে। মায়ানমারে একটি বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অব্যাহতভাবে আহ্বান জানিয়ে যেতে হবে।

আঞ্চলিক সংঘ হিসেবে আসিয়ানের গ্রহণযোগ্যতা, স্বৈরতন্ত্র ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই মৌলিক মূল্যবোধ কতটা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারছে, তার ওপর নির্ভর করবে।

এ ছাড়া আসিয়ানকে সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কূটনৈতিক মধ্যস্থতা ও আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রাখা উচিত। সামরিক জান্তা, বেসামরিক বিরোধী পক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে এ ধরনের সংলাপের বাস্তবতা একেবারেই অনুপস্থিত, কিন্তু কূটনৈতিক চাপ ও সহযোগিতার বিনিময়ে প্রণোদনা দেওয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।

উপরন্তু নতুন মাত্রায় সহিংসতা শুরু হলে আসিয়ানকে মানবিক সহায়তা ও বেসামরিক জনসাধারণের দুর্ভোগ যাতে কমিয়ে আনা যায়, সে জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংঘাতকবলিত এলাকা ও বাস্তুচ্যুত মানুষদের খাবার, আশ্রয় ও চিকিৎসাসেবা দেওয়ার প্রস্তুতি রাখতে হবে। মায়ানমারের সামরিক জান্তার শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে যাঁরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন, তাঁদের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দিতে হবে।

একই সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মায়ানমারের জান্তা সরকারকে পরিষ্কার বার্তা দিতে হবে যে আর কোনো সহিংসতা সহ্য করা হবে না। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। জাতিসংঘের মতো বহুপক্ষীয় সংস্থায় চাপ তীব্র করতে হবে। সামরিক জান্তা যেন বুঝতে পারে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণতি তাদের ভোগ করতে হবে এবং তাদেরকে খুব নিবিড়ভাবে দেখছে।

মায়ানমারে আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের যে বাস্তবতা দেখা দিয়েছে, সেটাকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণ যত তীব্র হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর ভেতরে বিরোধিতা যত বাড়ছে, অসন্তুষ্ট সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা আরেকটি অভ্যুত্থানের ঝুঁকি ততই তীব্র হচ্ছে।

আজিম ইব্রাহিম, ওয়াশিংটনের নিউ লাইনস ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির একজন পরিচালক

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

সাজদা-র সমর্থনে রোড শো দেবের

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বুধবার উলুবেড়িয়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে উলুবেড়িয়া-য় রোড শো করে প্রচারে ঝড় তুললেন অভিনেতা দীপক অধিকারী(দেব)।রোড-শো থেকে দেব বলেন,আগামী ২০-শে মে এই কেন্দ্রের নির্বাচনে কি হতে চলেছে,ইতিমধ্যেই সেই রায় ঠিক করে রেখেছেন উলুবেড়িয়ার মানুষ। বুধবার উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে রোড-শো করতে এসে এমনই আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী-র গলায়।দেবের সঙ্গে এদিন হুডখোলা গাড়িতে ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়,প্রার্থী সাজদা আহমেদ।দেবের রোড-শো'তে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের ভিড়ের পাশাপাশি উলুবেড়িয়া শহরের রাস্তার দু'পাশে দেবকে দেখার জন্য উপচে পড়ে ভিড় । দেবের রোড শো চলাকালীন বহু মানুষ দেবের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেন,তাঁর সঙ্গে হাত মেলান। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান(কোচন),উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আকবর সেখ,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বনগাঁয় বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে জনসভায় শতাব্দী, বাবুল সুপ্রিয়

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: ২০ মে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। শেষ মুহূর্তের প্রচারে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে তারকা প্রচারকদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মঙ্গলবার গোবরডাঙ্গা শহর পরিক্রমা করেন তৃণমূল নেতা ও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট অভিনেতা দেব, পাশাপাশি বুধবার বিকালে চারঘাটে জনসভায় বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শতাব্দী রায়, বাবুল সুপ্রিয় সহ অন্যান্যরা, সাথে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অশোকনগর বিধানসভার বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। পরে তেতুলিয়া থেকে মালঙ্গপাড়া পর্যন্ত রোড-শে'তে অংশ নেন তারকারা। এ দিন তৃণমূল শিক্ষক সেলের নেতা ভৈরব মৈত্রের তত্ত্বাবধানে চারঘাটে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরপর তিনবারের সংসদ ও এবারেরও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দি রায় বাংলার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরে কড়া সমালোচনা করেন। আগামী ২০ মে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান, পাশাপাশি সকলকে তৃণমূলের পাশে থাকার অনুরোধ করেন শতাব্দী। বাবুল সুপ্রিয়র বক্তব্যের মধ্যে দিয়েও তৃণমূলকে জয়ী করার আহ্বান শোনা যায়। তবে সভা মঞ্চ থেকে একাধিক বার তিনি বনগাঁ লোকসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের নাম বলতে গিয়ে 'বিপ্লব দাস' বলে উল্লেখ করায় গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও বিড়ম্বনায় পড়েন। বাবুল সুপ্রিয় বিজেপিতে থাকাকালীন বিভিন্ন প্রান্তে একাধিকবার ঘাসফুল শিবিরের সমর্থকদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল বলে উল্লেখ করে বলেন তৃণমূলের যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি বাংলার ১০০ শতাংশ মানুষের কাছেই প্রিয় হয়ে উঠেছেন। সে সময় বাবুল সুপ্রিয় তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বোঝাতে সভামঞ্চ থেকে মজার ছলে কর্তব্যরত এক সাংবাদিককে ডেকে বলেন 'এই ছেলেটি আমার গাড়ির কাচ ভেঙেছিল' যা নিয়ে সাংবাদিক মহলে ব্যপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অমানবিক, সাম্প্রদায়িক সরকার বলে কটাক্ষ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ভাওতাবাজ, মিথ্যাবাদীর সঙ্গে তুলনা করে সেই সাপেক্ষে একাধিক উদাহরণ তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে মানবিক রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার আহ্বান জানান। দেশের সরকারের কি ভূমিকা হওয়া উচিত তা নিয়ে স্থানীয় বক্তব্য রাখেন। ৪ই জুনের তারিখের পর দেশে মোদি সরকার থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন নারায়ণ গোস্বামী। অন্যদিকে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ দাস বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী পোড় খাওয়া এই তৃণমূল নেতা। এদিনের জনসভায় সরুপনগর ব্লক ও আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের এক ঝাঁক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শুভেন্দুর হুড খোলা গাড়ির সামনে যাওয়া বিজেপি কর্মীর জামার কলার ধরে সরানো হল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখীতে ভোট প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীর হুড খোলা গাড়ির সামনে এক বিজেপি কর্মী চলে আসায় তাকে টেনে হিচরে কলার ধরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল নিরাপত্তা রক্ষীরা ঘটনায় সাময়িক বিশৃংখল পরিস্থিতি। পাশাপাশি তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজভবন অভিযানের ডাক নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি প্রকৃত শিক্ষক সেখানে যাবে না। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সোনামুখীতে সৌমিত্র খাঁয়ের সমর্থনে ভোট প্রচার করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোনামুখী দেওয়ান বাজার দুর্গা মন্দির থেকে পৌরসভা পর্যন্ত হুড খোলা গাড়িতে ভোট প্রচার করেন বিরোধী দলনেতা। প্রচারের মাঝেই সোনামুখী টৌরাস্তার মোড় পেরানোর পর হঠাৎ করেই এক বিজেপি কর্মী শুভেন্দু অধিকারীর হুড খোলা গাড়ির সামনে চলে আসে। এরপরেই শুভেন্দু অধিকারীর সাথে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীর কেন্দ্রীয় বাহিনী জোওয়ানরা রীতিমতো ঐ বিজেপি কর্মীকে টেনে হিঁচড়ে কলার ধরে সরিয়ে দেয় হুডখোলা গাড়ির কাছ থেকে। ঘটনার সাময়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষা সেলের পক্ষ থেকে রাজভবন অভিযানের ডাক দেওয়া প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন তৃণমূলের মত ছিন্নমূল দলকে কম্পিটেড করার মত গভর্নর এবং রাজভবন যথেষ্ট । কোন প্রকৃত শিক্ষক যাবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পণের চাপে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা বালিকা বধূর

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ঘরের মধ্যে এক বালিকা বধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার গজনীপুর এলাকায়। মৃত বালিকা বধূর নাম সাইমণি খাতুন। মৃত বালিকা বধূর বাবার বাড়ি হরিহরপাড়ার গজনীপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় প্রায় ছ মাস আগে পাশের গ্রাম শাহজাদপুর মালিথাপাড়া এলাকায় বিয়ে হয়েছিল নাবালক এক গাড়ি চালকের সাথে।

মৃত বালিকা বধুর মায়ের অভিযোগ ছেলে মেয়ে প্রেম-ভালোবাসা করে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর থেকে মেয়েকে টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিত তার স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন এবং অনেক অত্যাচার করা হতো। বালিকা বধূর মা প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে জামাইয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন সেখানে তাদেরকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই মেয়ে তার বাবার বাড়ি গজনীপুরে আছে । আজ সকালে জামাই ফোন করে ২ লক্ষ টাকা দিতে হবে না হলে আমি আর বাড়িতে তুলবো না এই নিয়ে ফোনে বচসা শুরু হয়। ফোনে কথা বলার পর বাড়িতে কেউ না থাকায় ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ওই বালিকা বধু। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় পরিবারসহ এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। হরিহরপাড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূলে আওয়াজ বেশি ডিজের: বাম প্রার্থী সৃজন

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের বেলুন বেশি, ডিজে আওয়াজ বেশি কাট আউট খরচ বেশি এমনই কথা বললেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট তথা সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। সুজন ভট্টাচার্যকে সাংবাদিক প্রশ্ন করে সায়নী ঘোষের সমর্থনে ভাঙড়ে অভিষেক পদযাত্রা ও সোনারপুরে জনসভা করার কথা মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। বিষয়টি কে কটাক্ষ করে সৃজন বলেন পুলিশ, বাউন্সার, সিকিউরিটি নিয়ে করবেন তো! তৃণমুলের বেলুন বেশী, ডিজের আওয়াজ বেশী, কাট আউটের খরচ বেশী কিন্তু বামেদের সাথে মানুষ বেশী বলে তৃণমূল কে কটাক্ষ সৃজনের। ভাঙড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এমন অবস্থায় গিয়েছে যতদিন যাবে আরও বোমাবাজির মত ঘটনা ঘটবে এবং তার দায় আইএসএফ ও সিপিএমের ঘাড়ে চাপানো হবে বলে শাসকদলকে কটাক্ষ যাদবপুর কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যর। ভাঙড়ে নানান জায়গায় দলীয় পতাকা ছেঁড়া হয়েছে বলে পালটা অভিযোগ করেন তিনি। কোথাও কোথাও তৃণমূল নিজেই নিজেদের পতাকা ছিঁড়ে আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে বলে তার অভিযোগ। সৃজন বলেন এইসব মিথ্যা অভিযোগ এনে সিপিএম ও আইএসএফ কর্মীদের ফাঁসানো হবে বলে তার অভিযোগ। যদি কাউকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয় আইনী।লড়াইয়ে তাদের পাশে থাকার বার্তা সৃজনের।

বুধবার সকালে নরেন্দ্রপুর মিশন গেট থেকে শুরু করে সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বনহুগলী ১ ও বনহুগলীতে ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারেন সৃজন। তার সাথে ছিলেন বাম দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা।

১৪ বছর পর বাংলায় নিজ ছেলেকে খুঁজে পেলেন বিহারের দম্পতি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: দীর্ঘ ১৪ বছর পর নিজের বাবা মাকে খুঁজে পেল বিহারের এক বালক,ফিরে গেল জয়নগর থেকে বিহারে।এ জন্য সিনেমার চিত্রনাট্য।বাড়িতে মায়ের বকুনি খেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ১৪ বছর আগে বিহারের এক বালক।এরপর কোনোভাবে সে চলে আসে কলকাতায়। তারপর শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় লক্ষীকান্তপুর লোকালে উঠে পড়ে কোনো কিছু না ভেবে ওই বালক। তারপর ট্রেনের মধ্যেই দেখা হয় এক সবেদা বিক্রেতার সাথে।আর তার সামনে এসে ওই বালকটি কাঁদতে কাঁদতে ওই সবেদা বিক্রেতাকে জড়িয়ে ধরে। কোন কিছুই বলতেই পারেনা শুধু চোখ থেকে জল পরছে। আর সেই দেখে ওই সবেদা বিক্রেতার মনে কষ্ট হয়।তারপর সে কোনো কিছু না ভেবে একজন মানুষ হিসাবে তাকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে।ওই সবেদা বিক্রেতার বাড়ি দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের হরিনারায়নপুরে। তারপর তাকে কোলে পিঠে করে আস্তে আস্তে বড় করে তোলে। স্কুলে ভর্তি করে পড়াশোনা শেখায়। নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে বড় করে তোলে সে।।আর ঐ বালক জানতো এটাই তাঁর বাবা-মা।কিন্তু এখন বড় হয়ে সে একদিন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁর ছবি পোস্ট করে।আর তা কোন ভাবে বিহারের বাসিন্দা ওই বালকের আসল বাবা-মার চোখে পড়ে যায়।আর তারপর তাঁরা যোগাযোগ করলে জানতে পারে তাদের ১৪ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলে এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাসাতের এক ব্যক্তির বাড়িতে বড় হচ্ছে। তারপর তাঁরা ঐ সবেদা বিক্রেতার ঠিকানা জোগাড় করে খুঁজে খুঁজে চলে আসে দক্ষিণ বারাসাতের হরিনারায়নপুরের ওই ব্যক্তির বাড়িতে। সেখানে এসে দেখে তাদের ছোট্ট ছেলে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।সে তাঁর বাবা মাকে চিন্তে পারছে না।কারন সে জানে তাঁর আসল বাবা মা সবেদা বিক্রেতার পরিবার।বিহার থেকে আসা তাঁর আসল বাবা মাকে সে কোন ভাবেই চিনতে পারছিলো না। তারপর ঐ বালকের পুরানো ছবি তাঁর সেই মায়ের কোলে বসে থাকা সেই ছবি দেখেই আস্তে আস্তে সে চিনতে পারে তাঁর আসল বাবা মাকে। এরপর সমস্ত পরিচয় দেবার পর লালন পালন করা সেই বাবা ১৪ বছর পরে বুকফাটা কান্নাকে সঙ্গী করে কুড়িয়ে আনা সেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিল তাঁর নিজের বাবা-মার কাছে। যদিও ওই ছেলে আসল বাবা মার সাথে চলে যাবার আগে বলে আমি এদেরকেও ছাড়তে পারবো না ওদেরকেও ছাড়তে পারবো না তাই দুজনের সাথেই সম্পর্ক রাখবো এবং দু'জায়গাতেই যাতায়াত করবো। আর এভাবেই কাটিয়ে দেবো আমার বাকি জীবনটা দুই বাবা-মাকে সঙ্গী করে নিয়ে।আর ১৪ বছরের পালিত বাবা মা নিজেদের বুকে পাথর চেপে অশ্রু সজল চোখে তাদের পালিত ছেলেকে বিহারের উদ্দেশে যেতে দিলো। আর এই মর্মস্পর্শী ঘটনার সাক্ষী থাকলো এলাকার বহু মানুষ।

আলিমে দ্বিতীয়কে সংবর্ধনা ডিআই অফিসে

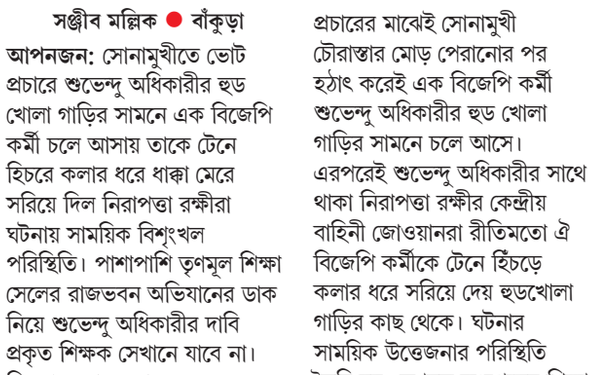

মতিয়ার রহমান ● আলিপুর

আপনজন: এবারে মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নুরুন্নবী সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র ইরফান হোসেন তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬০। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার খেরিয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র রায়হান পিয়াদা ৮৪৩ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার এই সাফল্যের জন্য পুষ্প, মিষ্টি ,কলম ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়ন্তী জানা এবং মাদ্রাসার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর মোজাম্মেল হক পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. সেক আবু তাহের কামরুদ্দিনের দেওয়া শুভেচ্ছা পত্র রায়হান পিয়াদার হাতে তুলে দেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক তথা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আবু সুফিয়ান, চম্পক নাগ এবং মতিয়ার রহমান। বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়ন্তী জানা বলেন, রায়হান পিয়াদা তার অভিভাবক, মাদ্রাসা এবং সেই সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাই ওর জন্য আজ আমরা সকলেই গর্ব বোধ করি।

অবৈধ পুকুর ভরাট বন্ধে অভিযান

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলিক পাড়ায় অবৈধ পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। রাতের অন্ধকারে এলাকার একটি বড় পুকুর ভরাট হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

বাসিন্দা মহলের অভিযোগের পেয়ে এদিন সকালে অভিযান চালায় ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক স্বপন তরফদার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। তাদের নেতৃত্বে এদিন পুকুরটি পুনরুদ্ধার করা হয়।

পুকুরের একাংশের জমি মাফিয়া ভরাট করে দিয়েছিল। এদিন হাইড্রোলিক মেশিন নামে পুকুরটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

প্রয়াত সাঈদ আহমদ উমরী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অসম

আপনজন: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সহ-সভাপতি হযরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ উমরী সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। তাঁর প্রয়াণে সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সহ সুশীল সমাজে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।উল্লেখ্য, মাওলানা সাঈদ আহমদ বহুদিন যাবৎ অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন ছিলেন। মঙ্গলবার মঙ্গলবার দুপুরে তার ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী ও সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা ফজলুর রহীম মুজদ্দিদী।

প্রয়াত মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব লো বোর্ডের একনিষ্ঠ বরিষ্ট প্রবীণ কর্মী হওয়ার উপরিও দেশবরেণ্য এক বিদ্বান ছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দেশের শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য ভাতৃত্ব মজবুত করনেও তিনি আমৃত্যু নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর প্রয়াণ সমগ্র সুশীল সমাজের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

গঙ্গাকিশোরকে স্মরণ বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জনক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৮ সালের ১৫ ই মে বাঙ্গাল গেজেটি নামে দেশের মধ্যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন তিনি। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের পীলা অঞ্চলের বহড়া গ্রামে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্ধমানের সাংবাদিকদের বসার অফিসের নাম গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্নার।

গঙ্গাকিশোরের জন্ম তারিখ না জানার জন্য সংবাদপত্রের তারিখ হিসেবেই ১৫ইমে প্রতিবছর গঙ্গাকিশোরকে স্মরন করা হয় তাঁর জন্ম ভিটেয়। বর্ধমান জেলার বহু সাংবাদিক রয়েছেন যারা এখনো পর্যন্ত গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে কিছু জানেন না। আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের নাম। বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিজিটাল মিডিয়ার পক্ষ স্মরণ করা হলো গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য কে। গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয় প্রেস কর্নারে।অনেক বিষয় উঠে আসে আলোচনায় ।

করণদিঘির মাদ্রাসার কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বুড়িহান জামিয়াতুল ইমাম আল বানীর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। করণদিঘী ব্লকের সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুড়িহান জামিয়াতুল ইমাম আল বানীর ছাত্র তাইয়াব আলাম ৯০০ নাম্বারের মধ্যে ৭৪৬ নম্বর পেয়ে কান্তিরপা এন. কে সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক দিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় মাদ্রাসা বোর্ডে থেকে সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র মোঃ নাজির হোসেন মাধ্যমিকের ৯০ শতাংশ অর্জন করেন। উচ্চমাধ্যমিকে রামিজ ৮৩.১৬ শতাংশ অর্জন করেন। এছাড়াও হাসানুজ্জামান আকমল হোসেন ৮৩ শতাংশ অর্জন করে সব মিলিয়ে করণদিঘী ব্লকের বুড়িহান জামিয়াতুল ইমাম আলবানীর ছাত্ররা ব্যাপক নাম্বারে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে ফলাফল উত্তীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে বুড়িহান জামিয়াতুল ইমাম আল বানীর ডাইরেক্টর মতিউর রহমান মাদানী জানান, এই প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক ছাত্রছাত্রী নজরকাড়া ফলাফল করেছেন। তাঁদের সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করা হলো। ভবিষ্যতে যেন তাঁরা প্রত্যেকেই সঠিক পথে চালিত সে বিষয়ে উপদেশও দেওয়া হয় তাঁদের। জামিয়াতুল ইমাম আল বানী আগামীদিনে কেবল পশ্চিমবঙ্গ এর নয়, ভারতের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা করেন।

কৃতী সংবর্ধনা চন্দনেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড় থানার অন্তর্গত চন্দনেশ্বরের মুখ উজ্জ্বল করল বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী। এলাকায় মাধ্যমিকে সবোর্চ্চ আফরা আনা তৌফিকার (৬১৯)। এছাড়া সাকিব রহমান (৬১৫), সেখ আবু যুবায়ের (৫৭০),আফ্রিনা সুলতানা (৫০১) পেয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে হুমাইরা খাতুন, সুদীপ্ত মন্ডল, তুহিনা পারভীন ও আসরাফুল মোল্লা, অন্যান্য বারের মতো সাকিবা খাতুন (৪৮৫) আয়েশা খাতুন (৪৮০) রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও তারা তাদের দেখানো পথেই হেঁটেছে। তাদেরকে চন্দনেশ্বর এলাকার বাংলা বিষয়ের কোচিং শিক্ষক মোয়ারজেন মোল্লার তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার শালিপুর হাই স্কুলের সভাকক্ষে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করল স্বপ্ন পূরণ সংস্থা। এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ, বিশিষ্ট শিক্ষক অইনাল হক, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক আব্দুস সাত্তার, সংখ্যালঘু সেলের নেতা ও শিক্ষক মুন্নাবাবু, ছাত্র নেতা আল মামুন, স্বপ্ন পূরণ সংস্থার অন্যতম নেতৃত্ব শিক্ষক মারুফ বিল্লাহ, সোমনাথ, আশরাফুল সহ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক তথা স্বপ্ন পূরণের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মদ জহির উদ্দিন।

অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাফেজ আজিজ উদ্দিন বলেন আজকের দিনে যখন বেশিরভাগ শিক্ষক সহ প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তিগন নিজের এবং নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, সেই ডঃ জহির উদ্দিন সাহেব ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর একঝাঁক তরুণ মেধাবী ছাত্র যারা বর্তমানে শিক্ষককতার সঙ্গে যুক্ত, তাদের কে নিয়ে এই স্বপ্ন পূরণ সংস্থা গঠন করে সমাজকে আলোর দিশা দিচ্ছে।

বাম প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার

আপনজন: তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জী নন্দকুমার বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে টোটো করে জনসংযোগ সারছেন। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন।

الدعوة
দাওয়াত

- আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বান্দার যোগাযোগ হয় সুরা ফাতিহা পড়লে
- কঠিন বিপদে যেভাবে ধৈর্য ধারণ করব
- মহানবী সা.-এর ভাষ্যে উত্তম প্রতিবেশীর পরিচয়
- সুন্দর পোশাকে নামাজ পড়া সুন্নত

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৬ মে, ২০২৪

তরুণদের প্রতি মহানবীর বিশেষ নির্দেশনা

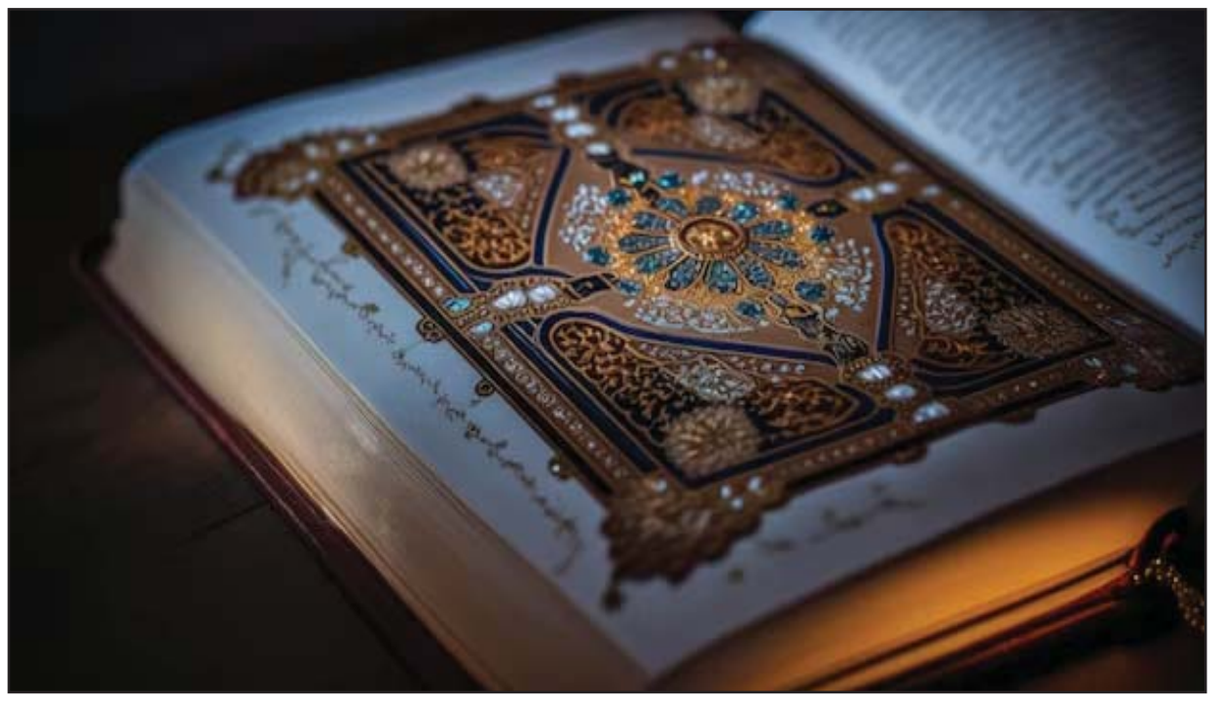

মাইমুনা আক্তার

যৌবন আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত। মহান আল্লাহ ক্ষণিকের জন্য মানুষকে তাঁর এই বিশেষ নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা তাতে উত্তীর্ণ হবে, তারাই সফল। আর যারা তা অবহেলা করবে, তারা চির ব্যর্থ। যে ব্যক্তি তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করবে, কঠিন কিয়ামতের দিন সে মহান আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। পবিত্র হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসুল সা. বলেন, 'যেদিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। ...
২. সে যুবক, যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে।
(বুখারি, হাদিস : ৬৬০)
এ জন্য নবীজি সা. যুবকদের বিভিন্ন সময় বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করেছেন। কারণ যৌবন কখনো কখনো মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। যৌবনের তাড়নায় অনেক ধরনের পাপে লিপ্ত হয়ে যায়।
এ কারণেই যুবকদের উদ্দেশে রাসুল সা. বলেন, হে যুবকদের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে। এবং যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 'সাওম' পালন করে। কেননা সাওম যৌনক্ষমতাকে দমন করে। (বুখারি, হাদিস : ৫০৬৫)
যৌবনে কেউ কেউ অধিক ফ্যাশনপ্রিয় হয়। তাদের চুল, পোশাক ও বেশভূষায় থাকে উগ্রতা।
এগুলো যুবক-যুবতিদের বিপথে পরিচালিত করে। রাসুল সা. এ ধরনের কাজ পছন্দ করতেন না। তাই তিনি এক সাহাবিকে এ ধরনের কাজের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। একবার রাসুল সা. হজরত খাব্বাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাব্বাব রা. বললেন, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। অতঃপর তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৩৯১)
মূলকথা হলো, যৌবনকাল মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত। এ সময় মানুষের ইবাদতের শক্তি ও সুস্থতা দুটিই থাকে। এ সময় একজন মানুষ যতটা শুদ্ধতা ও দৃঢ়তার সহিত আমল করতে পারে, বৃদ্ধ হয়ে গেলে তা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই এই মহামূল্যবান নিয়ামতে কোনোভাবেই অবহেলায় কাটানো উচিত নয়। কারণ কিয়ামতের দিন যৌবনকালের সময়ের হিসাব নেওয়া হবে।
নবী সা. বলেছেন, কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কী কী খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে। (তিরমিজি : ২৪১৬)
মহান আল্লাহ আমাদের সবার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতময় করে তোলার তাওফিক দান করুন।

মহানবী সা.-এর ভাষ্যে উত্তম প্রতিবেশীর পরিচয়

আবরার নাঈম

সমাজে একসঙ্গে যাদের বসবাস, চলাফেরা ও ওঠাবসা; সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নায় যারা পাশে থাকে তারা একে অন্যের প্রতিবেশী। কোরআন ও হাদিসে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ ও সৌজন্যতা রক্ষার জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশীর পরিচয় সম্পর্কে হাসান (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'নিজের ঘর থেকে সামনের ৪০ ঘর, পেছনের ৪০ ঘর, ডানের ৪০ ঘর এবং বাঁ দিকের ৪০ ঘর তোমাদের প্রতিবেশী।' (আদাবুল মুফরাদ : ১০৮)
ইসলামে প্রতিবেশীর গুরুত্ব
আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত অধিক নসিহত করতে থাকেন যে আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানাবেন। (আদাবুল মুফরাদ : ১০০)
প্রতিবেশীর হক
প্রতিবেশীর অন্যতম হক হলো তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা। আবু শুরায়হ আল-খুযাঈ রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হয়। (আদাবুল মুফরাদ : ১০১)
প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে অন্ন দেবে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. ইবনুজ জুবাইর রা.-কে অবহিত করে বলেন, 'আমি নবী সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করে সে মুমিন নয়।
' (আদাবুল মুফরাদ : ১১১)
কথা বা কাজে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেবে না। মানুষকে কথা বা কাজকর্মে কষ্ট দেওয়া হারাম—হোক সে প্রতিবেশী বা অন্য কেউ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সা. ইরশাদ করেন, সে-ই প্রকৃত মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সব মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০)

কবর জিয়ারতের কয়েকটি দোয়া

শরিফ আহমাদ

মৃত্যু আল্লাহর এক অঘোম বিধান। মৃত্যুকে অস্বীকার করা কিংবা মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।
' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৫৭)
মৃত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য জীবিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো গত হওয়া আপনজনের কবর জিয়ারত করা। এ জন্য কবর জিয়ারতের গুরুত্ব, উপকারিতা ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সবার জন্য জরুরি।

কবর জিয়ারতে আখিরাতের স্মরণ

দৈনিক মৃত্যুকে স্মরণ করার কারণে মানুষের গুনাহ কমে যায়। আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। হাদিসে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা বেশি করে স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে স্মরণ করো। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৭)
কবর জিয়ারতে হৃদয় বিগলিত হয়। চোখের কোণে জমে বিগলিত হৃদয়ের তপ্তজল।
রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমি তোমাদের এর আগে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে কবর জিয়ারত করো। কেননা, তা দুনিয়াবিমুখতা এনে দেয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৫৭১)

কবর জিয়ারতের উপকারিতা

কবর জিয়ারতের অনেক উপকারিতা আছে। জিয়ারতকারী সওয়াব লাভ করে।
এর মাধ্যমে জীবিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। ব্যক্তিজীবনে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের তাড়া অনুভব সদাজাগ্রত থাকে। কবরবাসীদের হক আদায় করা যায়। এগুলো কবর জিয়ারত করার অন্যতম উপকারিতা। আবু উসাইদ মালিক ইবনে রাবিয়া সায়িদি রা. বলেন, 'একবার আমি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর রাসুল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার কোনো সুযোগ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ? তুমি তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করবে। তাদের অসিয়ত পূরণ করবে। তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখবে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫০৫২)

কবর জিয়ারতের দোয়া

কবর জিয়ারতের উদ্দেশে গিয়ে প্রথমে কবরবাসীদের উদ্দেশে সালাম দিতে হয়। সালাম দেওয়া সংক্রান্ত তিনটি হাদিস আছে। সহজ ও ছোট্ট দোয়া দুটি এই—
১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. মদিনার কবরবাসীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই দোয়াটি পাঠ করেন, 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার।' (তিরমিজি, হাদিস : ১০৫৩)
২. আবু হুরায়রা রা. বলেন, একবার রাসুল সা. একটি কবর জিয়ারতে গিয়ে বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম দ্বারা কাওমিম মুয়মিনিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন।' (মুসলিম, হাদিস : ২৪৯)

কবর জিয়ারতের পদ্ধতি

হাদিসে কবর জিয়ারতের নির্ধারিত বিশেষ কোনো পদ্ধতির কথা নেই। নির্ধারিত কোনো সুরা বা দরুদ পাঠের কথাও আসেনি। তবে এ ক্ষেত্রে সুরা মুলক তিলাওয়াত করা উত্তম। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, একবার এক সাহাবি একটি কবরের ওপর তাঁর তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি ধারণা করতে পারেননি যে এটি একটি কবর। হঠাৎ তিনি অনুভব করেন যে কবরে একজন লোক সুরা মুলক তিলাওয়াত করছেন। অবশেষে তিনি তা পাঠ শেষ করেন। তিনি পরে নবীজি সা.-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এক স্থানে আমার তাঁবু ফেলি। আমার ধারণা ছিল না যে এটি একটি কবর। হঠাৎ অনুভব করি, একজন লোক সুরা মুলক তিলাওয়াত করে খতম করলেন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'এটি হলো প্রতিরোধক। এটি হলো মুক্তিদায়ক। এটি কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেয়। এটি কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেয়।' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৮৯০)
এ ছাড়া সুরা ইয়াসিন, আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস এবং কয়েকবার দরুদ পাঠ শেষে ইসালে সওয়াব করা উত্তম।

কবর জিয়ারতের সাবধানতা

বর্তমান সমাজে কবর নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিলক্ষিত হয়। কবরকে লক্ষ করে চারপাশে তাওয়াফ করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য আবেদন করা এবং সিজদা করা—সবই কুফর ও শিরক। ঈমানবিধ্বংসী এসব কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বান্দার যোগাযোগ হয় সূরা ফাতিহা পড়লে

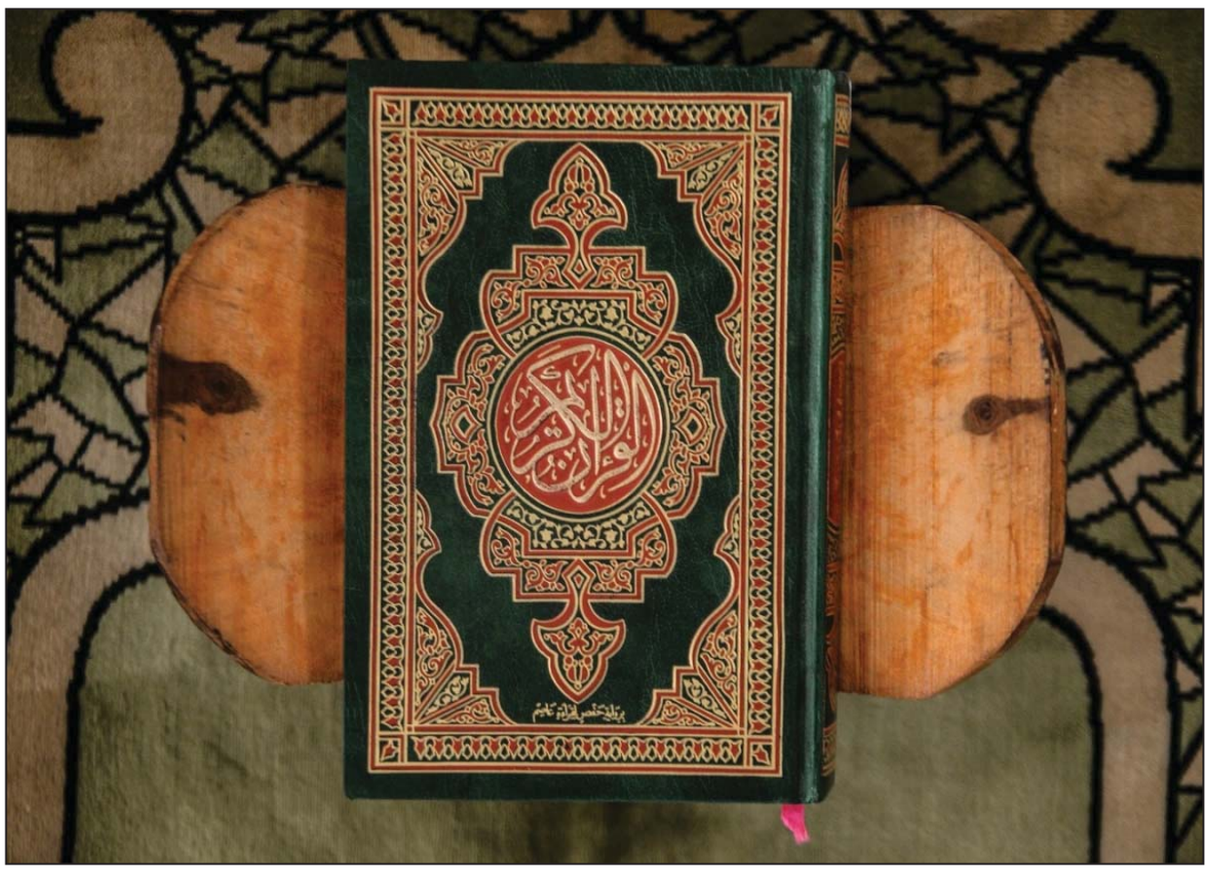

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা ফাতিহা কোরআন শরিফের প্রথম সূরা। 'ফাতিহা' শব্দের অর্থ 'সূচনা', 'উদ্বোধন' বা 'প্রারম্ভিকা'। এ অর্থ থেকেই এ সূরার গুরুত্ব বোঝা যায়। নামাজে অন্য যেকোনো সূরা পড়ার আগে এটি পড়তে হয়। এর মানে নামাজ পড়তে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে অন্য সূরা বা আয়াতগুলো পড়তে হয়।
সূরাটির পঞ্চম আয়াতে বলা হচ্ছে, তুমি আমাদের সরল পথ দেখাও। এর পরেই কথাটি আরেকটু বিশদ করে পর পর দুই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ যাঁদের পরম অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদেরকে দেখানো পথটিই হলো এ সরল পথ। কারা আল্লাহর এই অনুগ্রহ পেয়েছেন? যাঁরা পথভ্রষ্ট হননি। এ জন্য তাঁরা আল্লাহর ক্রোধেরও শিকার হননি।
সূরা ফাতিহা এমন এক সূরা, কেউ যখন এর একটি করে আয়াত পড়তে থাকে, আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে সেই আয়াতের জবাব দিতে থাকেন। এই সূরা যেন আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বান্দার সরাসরি যোগাযোগ।
সূরা ফাতিহার অর্থ দেখে নিই:
১.সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই।
২.যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়;
৩.বিচার দিনের মালিক।
৪.আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি;
৫.তুমি আমাদের চালিত করো সঠিক পথে,
৬.তাঁদের পথে, যাঁদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,
৭.যারা (তোমার) রোষে পতিত হয়নি, পথভ্রষ্ট হয়নি।
এই সাতটি আয়াতের মধ্যে প্রথম তিনটি আয়াতে আছে আল্লাহর পরিচয়। আর শেষ তিন আয়াতে আছে আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা।
আল্লাহর পরিচয় হিসেবে বলা হয়েছে, তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়; কারণ তিনিই মহাবিশ্বের প্রতিপালন করছেন। তাই তিনিই আমাদের মাফ করে দেওয়ার চূড়ান্ত অধিকারী। তিনি যেহেতু বিচার দিবসের প্রভূ, সেই বিচারে তিনিই আমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করার একমাত্র ত্রাণকর্তা।
সূরাটির শেষ তিন আয়াতের প্রথমেই আল্লাহর কাছে আমরা সরল পথ দেখিয়ে দেওয়ার পথনির্দেশ চাচ্ছি। কোন পথ সরল? আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসুলকে যে পথে চালিত করেছেন। এটি হলো আল্লাহর কাছে আমাদের প্রত্যাশা। যিনি নবী-রাসুলদের পথ দেখিয়েছেন, তিনি ছাড়া আমাদের কে আর সর্বোত্তম পথ দেখাতে পারেন!
প্রথম অংশে আল্লাহর পরিচয় আর শেষ অংশে আল্লাহর কাছে আমাদের প্রত্যাশার মাঝখানে বলা হয়েছে, 'ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন।' অর্থাৎ, 'আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' এই আয়াতকে বলতে পারি আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাঁর কাছে আমাদের নিঃশর্ত আত্মনিবেদনের সম্পর্ক। আমাদের একমাত্র ইবাদত আল্লাহরই প্রতি। সব সাহায্যও আমরা তাঁর কাছেই চাই।

কঠিন বিপদে যেভাবে ধৈর্য ধারণ করব

জাওয়াদ তাহের

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে তার জন্য সম্ভব।

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব

১. আল্লাহর একচ্ছত্র ইচ্ছা : এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই।’ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।
’ (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

২. মানুষের সব কিছু লিপিবদ্ধ : সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা, যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ—সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিনের সর্বদাই পোষণ করা। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, ‘যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

৩. পার্থিব জীবন সবার জন্য পরীক্ষা : এ কথা বিশ্বাস করা যে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদ-আপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা। তাই এমন ধারণা পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদ-আপদ আসবে না, তা চরম ভুল। বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মানুষ কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?’ (সূরা : আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)

৪. বিপদ মানুষকে আল্লাহমুখী করে : বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন—এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৫৬)

৫. মানুষের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা : বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।’ (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২১৬)

৬. বিপদে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান : এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়, বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মুসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য। (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব

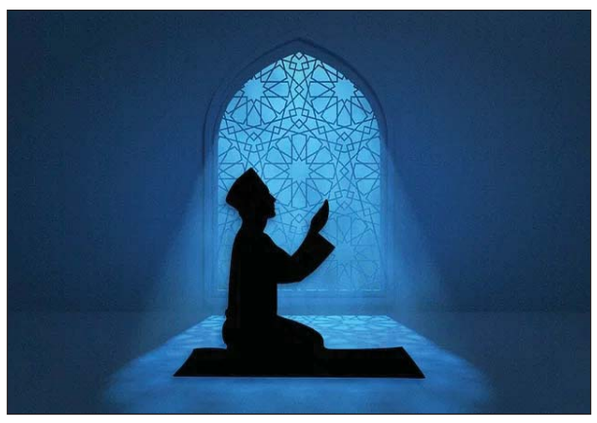

ফেরদৌস ফয়সাল

মধ্যরাতে যখন লোকেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, পুণ্যার্থী তখন ঘুম থেকে জেগে ইবাদত-বন্দেগি করেন। সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন। সুবহে সাদিক হয়ে গেলে এ নামাজ আর পড়া যায় না। যদি রাত দ্বিপ্রহরের পর ঘুম থেকে জেগে ওঠার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে এশার নামাজের পর এবং বিতরের আগে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে হয়। তবে রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লে তাতে সওয়াব বেশি।

তাহাজ্জুদের মাধ্যমে বান্দার সঙ্গে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি তাদের কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার আহ্বান জানান। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সা. বলেছেন, ‘প্রতি রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে আল্লাহ জমিনের কাছাকাছি আসমানে নেমে এসে তাঁর বান্দাদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কে আছ যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, যাতে আমি তার প্রার্থনার জবাব দিতে পারি? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে, যাতে আমি তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিতে পারি? কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি?’ (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ যেখানে নিজে বান্দার কাছে প্রার্থনা ও ক্ষমার আহ্বান জানান, সেখানে বান্দার প্রার্থনা ও ক্ষমার আবেদন পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ।

তাহাজ্জুদের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ করেন। দিনের নামাজ আদায় করলে প্রকাশ্য সদকা হয়। আর তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করলে গোপন সদকা হয়। তাহাজ্জুদের নামাজ বান্দাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম করে। এ ছাড়া শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাজ্জুদের গুরুত্ব রয়েছে। তাহাজ্জুদ নামাজে রাসুল সা.-এর সুন্নতের অনুসরণ তো হয়ই, এতে আত্মারও উন্নয়ন হয়। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা মুজ্জাম্মিলের আয়াতসংখ্যা ২০। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ-তাআলা রাসুল সা.-কে রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার আদেশ দেন। কারণ আল্লাহ তখন তাঁকে নবুয়তের জন্য প্রস্তুত করতে চাচ্ছেন।

আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর ও কোরআন তিলাওয়াতের সেরা সময় তাহাজ্জুদ। মধ্যরাতের পর শয্যাত্যাগ করাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। তাহাজ্জুদ নামাজের সময় হলো রাত ২টার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত।

প্রতিশ্রুতি পূরণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

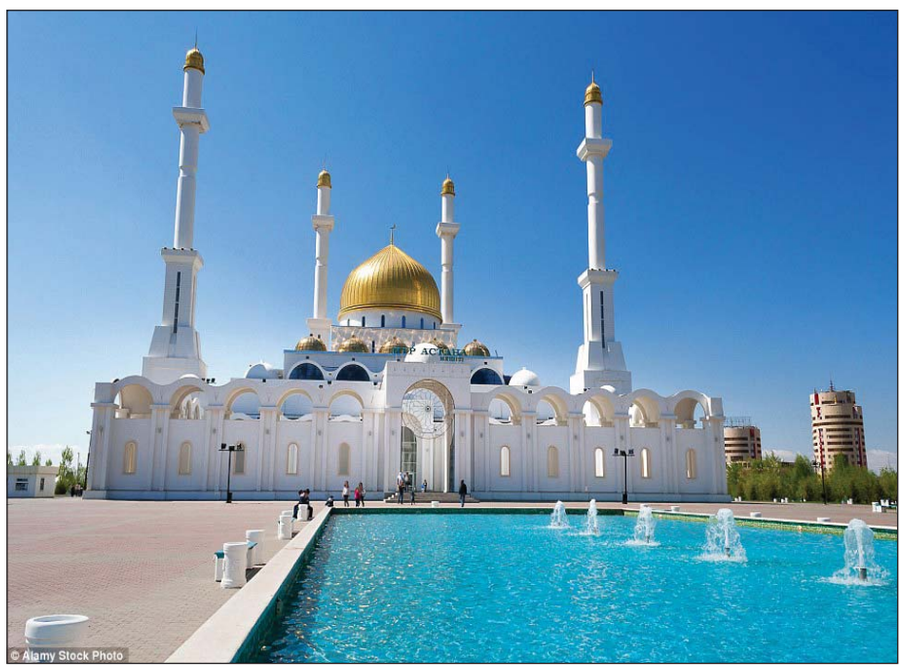

মাইমুনা আক্তার

প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পূরণে যত্নবান হওয়া। কেননা পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অঙ্গীকার পূরণের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া।

তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন।’ (সূরা : মায়িদা, আয়াত : ১)

অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান হওয়া বিবেকবান মানুষের কাজ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ অঙ্গীকারের ব্যাপারে যত্নশীল মুমিনদের সুনাম করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, ‘আপনার রব থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে কি তার মতো যে অন্ধ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকসম্পন্নরাই। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।’ (সূরা : রাদ, আয়াত : ১৯-২০)

মহানবী সা. সাহাবায়ে কিরামকে অঙ্গীকার পূরণের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতেন। অঙ্গীকার ও আমানত রক্ষার প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করা নবীদের বৈশিষ্ট্য ছিল।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু সুফিয়ান রা. আমাকে খবর দিয়েছেন যে হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি [নবী সা.] তোমাদের কী কী আদেশ করেন? তুমি বললে যে তিনি তোমাদের নামাজের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বলেন, এটাই নবীগণের সিফাত। (বুখারি : ২৬৮১)

কিয়ামতের দিনও বান্দাদের তাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সতর্ক করেছেন। যারা অঙ্গীকার কিংবা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় উদাসীন হবে, কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন বিপদে পড়তে হবে। অপমানিত হতে হবে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমরা এতিমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবাইকে একত্র করবেন, তখন প্রত্যেক প্রতারকের জন্য পৃথক পতাকা উড্ডীন করা হবে এবং বলা হবে যে এটি অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণার চিহ্ন। (মুসলিম, হাদিস : ৪৪২১)

মহান আল্লাহ সবাইকে অঙ্গীকার রক্ষায় যত্নবান হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

যে পাঁচ কাজের পর আল্লাহর প্রশংসা করা সুন্নত

আতাউর রহমান

বিসমিল্লাহ পাঠের পর পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াত ‘আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন’। অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ বাক্যের মাধ্যমেই মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের সূচনা হয়েছে। যার অর্থ সব প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য। যাকে ‘হামদ’ শব্দ দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়। রাসুলুল্লাহ সা. আলোচনা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্রের সূচনা করতেন পবিত্র এই বাক্যের মাধ্যমে। সুতরাং মুমিনের দৈনন্দিন জীবনে আলহামদু লিল্লাহ পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

হামদ কাকে বলে

হামদ তথা আলহামদু লিল্লাহ বাক্যের মাধ্যমে মুমিন মূলত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভাষাবিদদের মতে, ‘হামদ হলো অর্জিত গুণের জন্য মৌখিকভাবে প্রশংসা করা। চাই তা অনুগ্রহের বিপরীতে হোক বা না হোক।’ (শরহুল আকিদাতিল ওয়াসিতাহ, পৃষ্ঠা-৭)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, ‘হামদ হলো সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে প্রশংসাকারীর প্রশংসা করা।’ (বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ২/৫৩৬)

আলহামদু লিল্লাহ কেন বলব

একাধিক হাদিস দ্বারা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বাক্যের মর্যাদা ও সম্মান প্রমাণিত। যার কয়েকটি হলো—

১. আল্লাহর প্রিয় বাক্য : মানুষের কথার ভেতর আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহর প্রিয় একটি বাক্য। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় বাক্য চারটি : সুবনাল্লাহ (মহান আল্লাহ পূতঃপবিত্র), আলহামদু লিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই) এবং আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। এগুলোর যেকোনো শব্দ দ্বারা তুমি আরম্ভ করো, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৪৯৪)

২. রাসুলুল্লাহ সা.-এর প্রিয় আমল : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি বলি ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ পড়া আমার কাছে বেশি প্রিয় সে সব বিষয়ের চেয়ে, যার ওপর সূর্য উদিত হয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৭৪০)

৩. রহমত ও বৃষ্টি লাভের মাধ্যম : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার মানুষ রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তখন তিনি ঈদগাহে মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দেন। অতঃপর মানুষের উদ্দেশে কথা বলেন এবং বৃষ্টি প্রার্থনার দীর্ঘ দোয়া শেখান। যে দোয়ার সূচনা হয়েছে আলহামদু লিল্লাহ বাক্য দ্বারা। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ১১৭৩)

৪. উত্তম দোয়া : জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.-কে আমি বলতে শুনেছি, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অতি উত্তম জিকির এবং ‘আলহামদু লিল্লাহ’ অধিক উত্তম দোয়া। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৮৩)

৫. পাপ মোচনকারী : আলহামদু লিল্লাহ পাঠে বান্দার পাপ মোচন করা হয়। আবু দারদা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন, তুমি অবশ্যই ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ পড়তে থাকো। কেননা তা গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৮১৩)

আলহামদু লিল্লাহ কখন বলব

মুমিন প্রত্যেক ভালো কাজের শুরুতে এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলহামদু লিল্লাহ পাঠের কয়েকটি স্থান উল্লেখ করা হলো—

১. ভালো কাজের শুরু করলে : যেকোনো ভালো কাজের শুরুতে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পাঠ করলে তা বরকতময় হয়। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘প্রত্যেক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা হামদের মাধ্যমে শুরু হয়নি, তা অপূর্ণ।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৮৯৪)

২. ভালো কিছু অর্জিত হলে : আনন্দদায়ক কোনো কিছু অর্জন করলে মুমিন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আলহামদু লিল্লাহ পড়বে। যেমন ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।’ (সূরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৩৯)

৩. বিপদ থেকে মুক্তি পেলে : বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলে মুমিন আল্লাহর প্রশংসাস্বরূপ আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে। ইরশাদ হয়েছে, ‘এবং তারা বলবে, সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন। আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।’ (সূরা : ফাতির, আয়াত : ৩৪)

৪. হাঁচি দেওয়ার পর : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন আলহামদু লিল্লাহ বলে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬২২৮)

৫. প্রতি ফরজ নামাজের পর : রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার—এভাবে ৯৯ বার হওয়ার পর শততম বার পূর্ণ করতে বলবে—‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কদির’। তার গুনাহগুলো সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১২৩৯)

এ ছাড়া হাদিসে পানাহারের পর, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, কাপড় পরিধান করলে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে ও মসজিদে প্রবেশের সময় আলহামদু লিল্লাহ পড়তে বলা হয়েছে।

আল্লাহ সবাইকে তাঁর সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফিক দিন। আমিন।

সুন্দর পোশাকে নামাজ পড়া সুন্নত

নিজস্ব প্রতিবেদক

পবিত্র কোরআনে পোশাককে সৌন্দর্যের উপকরণ বলেছেন। যা থেকে বোঝা যায়, পোশাক সুন্দর হওয়াই কাম্য। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মানবজাতি, আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দোষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক সেটাই সর্বোত্তম।
’ (সূরা : আরাফ, আয়াত : ২৬)

আল্লাহ মানুষকে যে সম্পদ ও সামর্থ্য দান করেছেন ব্যক্তির জীবনাচারে তার বহিঃপ্রকাশ দেখতে চান। এ জন্য সাহাবি মালিক বিন আউফ রা.-এর শরীরে মলিন পোশাক দেখে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছিলেন, ‘যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার ওপর তাঁর নিয়ামতের ছাপ থাকা চাই।’ (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫২৯৪)

মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হলো সাধ্যমতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করো। তোমরা খাও ও পান করো। কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।’ (সূরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোশাক পরিধান করে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার। (তাবারানি, মুজামুল আওসাত, হাদিস : ৯৩৬৮; সহিহাহ, হাদিস : ১৩৯৬)

তবে অহংকারী পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ সা. সুন্দর পোশাক পরিধান করতে বলেছেন। তবে অহংকারের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে চলে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।
’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭৯১)

মেসি-রোনাল্ডো নেই, লা লিগায় গোলও নেই

আপনজন ডেস্ক: গোল করাকে ডালভাতে বানিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। লা লিগায় নিজেদের সময়ে ম্যাচের পর ম্যাচ গোল করেছিলেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। লিগে সবচেয়ে বেশি গোল করার তালিকাতেও জ্বলজ্বল করছে দুজনের নাম। ৫২০ ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে মেসির গোল ৪৭৪ আর ২৯২ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে রোনাল্ডোর গোল ৩১১।

সামগ্রিকভাবে মেসি এগিয়ে থাকলেও ম্যাচ প্রতি গোলে দাপট 'সিআর সেভেন'এর। মেসির ম্যাচপ্রতি ০.৯১ গোলের বিপরীতে রোনাল্ডোর গোল ১.০৭। এ তো গেল সামগ্রিক গোলের প্রসঙ্গ। মৌসুম হিসেবেও গোল করায়ও রাজত্ব দুজনের।২০০৯-১০ থেকে ২০২০-২১—এই ১২ মৌসুমে লা লিগায় গোল করায় একচ্ছত্র দাপট দেখিয়েছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এই ১২ মৌসুমে কেবল একবার দুজনের বাইরে কেউ লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। সেটা ২০১৫-১৬ মৌসুমে—৪০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন লুইস সুয়ারেজ। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে এই ১২ মৌসুমে মেসির সঙ্গে রোনাল্ডোর লড়াই হয়েছে ৮ মৌসুম (২০১৭-১৮ মৌসুম পর্যন্ত। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসের যোগ দেন রোনাল্ডো)। যেখানে মেসি ৫ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে পিচিচি জিতেছেন এবং রোনাল্ডো জিতেছেন ৩ বার। পর্তুগিজ মহাতারকার বিদায়ের পর টানা তিন মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন মেসি। সব মিলিয়ে নিজের লা লিগা ক্যারিয়ারে মেসি সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ৮ বার। এ সময়ে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলও করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। ২০১১-১২ মৌসুমে মেসি একাই করেছিলেন ৫০ গোল, যা এখন পর্যন্ত এক মৌসুমে লা লিগায় সর্বোচ্চ গোল। এমনকি এই ১২ মৌসুমের মধ্যে কেবল একবার গোলসংখ্যা ৩০-এর নিচে নেমেছিল। ২০১৯-২০ মৌসুমে ২৫ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন মেসি। রোনাল্ডো অবশ্য তখন আর স্পেনে ছিলেন না।

২০২১ সালের গ্রীষ্মে নাটকীয় এক দলবদলে মেসি বার্সা ছেড়ে চলে যান পিএসজিতে। ফলে ২০২১-২২ মৌসুম থেকে মেসি-রোনাল্ডোর দুজনকে ছাড়াই শুরু হয় লা লিগার পথচলা। দুজনকে ছাড়া প্রথম মৌসুমে লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হন করিম বেনজেমা। ব্যালন ডি'অর জেতার পথে ২০২১-২২ মৌসুমে বেনজেমা লিগে গোল করেছিলেন ২৭টি। পরের মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন বায়ার্ন মিউনিখ থেকে বার্সেলোনায় আসা রবার্ট লেভানডফস্কি। ২৩ গোল। লেভার চেয়ে কম গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৃষ্টান্ত সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ২০০১-০২ মৌসুমে। সেবার দেপোর্তিভো লা করুনার হয়ে ২০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন দিয়েগো ত্রিস্তান।

চলতি মৌসুম (২০২৩-২৪) মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০১-০২ মৌসুমকে। সে মৌসুমের পর এবারও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২০ গোল হয়েছে। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোল করেছেন জিরোনার আর্তেম দোভবি (২০)। ইউক্রেনিয়ান এই স্ট্রাইকারের হাতে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। এই দুই ম্যাচে গোল করে অন্তত ২০০১-০২ মৌসুমের চেয়ে ওপরে থেকে শেষ করার সুযোগ আছে দোভবিকের।

অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে রোহিত বললেন, খেলতে চান আরও কয়েক বছর

আপনজন ডেস্ক: বয়স ৩৮ চলছে। কবে বিদায় বলবেন, এমন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই শুনতে হচ্ছে। তবে রোহিত শর্মা পুরো উদ্দীপনা নিয়েই খেলে চলেছেন। ভারতীয় দলকে তিন সংস্করণে নেতৃত্বও দিচ্ছেন।

যদিও সম্প্রতি গুঞ্জন উঠেছিল, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষেই এই সংস্করণ থেকে অবসরে যেতে পারেন রোহিত। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমও এমন দাবি করেছিল। তবে রোহিতের ইচ্ছা আরও কয়েক বছর ভারতের হয়ে সব সংস্করণেই খেলা চালিয়ে যাওয়া। গতকাল রেডিও স্টেশন 'দুবাই আই'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

এ মুহূর্তে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে আইপিএল খেলছেন রোহিত। ব্যাট হাতে এখন পর্যন্ত করেছেন ৩৪৯ রান, যা মুম্বাই ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তবে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন দলটি এবার সবার আগে লিগ পর্ব থেকে ছিটকে পড়েছে। আগামী শুক্রবার রাতে ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে মৌসুমের শেষ ম্যাচটা শুধুই নিয়মরক্ষার। এ কারণেই রোহিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মনোযোগ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। প্রায় সব আসরে ফেবারিট তকমা নিয়ে খেলতে গেলেও ১১ বছর ধরে আইসিসির বৈশ্বিক কোনো শিরোপা জিততে পারছে না ভারত। গত নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের খুব কাছ থেকে ফিরতে হয়েছে, জুলাইয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও হারতে হয়েছে। দুবারই প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া আর দলের নেতৃত্বে ছিলেন রোহিত। তবে এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে বৈশ্বিক ট্রফির দীর্ঘ খরা কাটানোর ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 'হিটম্যান'খ্যাত ব্যাটসম্যান। সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারটাও আরও লম্বা করার ইচ্ছা তাঁর। ওই সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, '১৭ বছর ধরে (আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে) খেলছি, এটা একটা চমৎকার যাত্রা। আমার আশা আরও কয়েক বছর খেলতে পারব এবং বিশ্ব ক্রিকেটে প্রভাব রাখতে পারব।'

বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতকে বেশ কয়েকটি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রোহিত। ২০২২ সালের শুরুর দিকে তাঁকে স্থায়ীভাবে সব সংস্করণের অধিনায়ক করা হয়।

একসময় ভারতের অধিনায়ক হবেন—ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এমনটা কল্পনাতেও আসেনি রোহিতের। দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারা তাঁর কাছে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সম্মান ও অর্জনের বলে মনে করেন তিনি, 'দেশের হয়ে অধিনায়কত্ব করা সবচেয়ে বড় সম্মানের ব্যাপার। কখনোই ভাবিনি আমার জীবনে এমন কিছু আসবে, একদিন আমি নেতৃত্ব দেব। তবে লোকে বলে, ভালো মানুষের সঙ্গে নাকি ভালো কিছুই হয় (হাসি)।'

অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর ভারতীয় দল নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও খোলাসা করেছেন রোহিত, 'ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পরই আমি সবাইকে একই পথে পরিচালনা করতে চেয়েছি। আমার মনে হয়, দলীয় খেলাটা এভাবেই খেলা উচিত। এটা ব্যক্তিগত মাইলফলক, ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান ও লক্ষ্য পূরণের খেলা নয়। ১১ জন মিলে দলকে কোথায় নিয়ে যেতে পারি; কীভাবে ট্রফি জিততে পারি, সেটাই মুখ্য।'

আর মাঠ ও মাঠের বাইরের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'আমি আমার জীবনে উত্থানের চেয়ে পতন বেশি দেখেছি। আজ আমি মানুষ হিসেবে যেমন, তা অতীতে পতনের সম্মুখীন হওয়ার কারণেই।'

ওর্তেগার সেভই তাহলে প্রিমিয়ার লিগের ট্রফি এনে দিচ্ছে সিটিকে

আপনজন ডেস্ক: বলা হয়, গোলরক্ষকেরা যেদিকে হেঁটে যান, সেদিকে ঘাস ওঠে না। প্রবাদবাক্য হয়ে যাওয়া এই কথা সব সময় সত্য নয়। এই গোলরক্ষকেরাই অনেক সময় শুষ্ক মাটিতেও ফোটাতে পারেন সুবাস ছড়ানো ফুল। গত রাতে যেমন ফুটিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির বদলি গোলরক্ষক স্টেফান ওর্তেগা। টটেনহামের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির ২-০ গোলে জেতা ম্যাচটা বেঞ্চ গরম করেই কাটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল ওর্তেগার। ম্যাচে পেপ গার্দিওলা যতই পরিবর্তনই আনুন, এদেরসনের বিশ্বস্ত দুটি হাতকে বদল করার ভাবনা হয়তো ভাবনার আশপাশেও ছিল না। ৩১ বছর বয়সী ওর্তেগার জন্য এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০২২ সালে জার্মানির নিচের সারির ক্লাব আর্মিনিয়া বেলেফেল্ড থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে আসার পর কালকের ম্যাচটা ধরলে দুই বছরে সিটির হয়ে লিগে খেলেছেন মাত্র ১১ ম্যাচ, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩২টি। বেশির ভাগ সময় বেঞ্চে বসেই একটি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ পাঁচটি শিরোপা জেতা হয়ে গেছে জার্মান এই গোলরক্ষকের। গত রাতেও হয়তো আরও একটি ম্যাচে বেঞ্চে বসে কাটানোর প্রস্তুতি নিয়েই টটেনহাম হটস্পার্স স্টেডিয়ামের বেঞ্চে বসেছিলেন ওর্তেগা। ম্যাচের ৬১ মিনিট পর্যন্ত সবকিছু সেই অনুযায়ীই চলছিল। ৫১ মিনিটে আর্লিং হলান্ডের গোলে এগিয়েও গিয়েছিল সিটি। কিন্তু বিপত্তিটা বাধে ৬২ মিনিটে। দেয়ান কুলুসেভস্কির দূরের পোস্ট উদ্দেশ করে করা ক্রসটিকে জালের ঠিকানা দেখাতে স্লাইড করেছিলেন টটেনহাম ডিফেন্ডার ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। বলের নাগাল তো পাননি, উল্টো রোমেরো গিয়ে সরাসরি আঘাত করেন এদেরসনকে। দুজনের সংঘর্ষের দৃশ্যই বলে দিচ্ছিল ধাক্কাটা কতটা গুরুতর ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা

নেওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেও এদেরসনের শরীরী ভাষা ও অভিব্যক্তিতে অস্বস্তিটা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে এদেরসনকে মাঠে রাখার ঝুঁকি নেননি গার্দিওলা। তাঁর বদলি হিসেবে ৬৯ মিনিটে মাঠে নামান ওর্তেগাকে। একই সময়ে জেরেমি ডকুকে নামিয়ে তুলে নেওয়া হয় কেভিন ডি ব্রুইনাকেও। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের সেরা দুই খেলোয়াড়কে হারানোকে সিটি সমর্থকেরা হয়তো বিপদের পূর্বাভাস হিসেবেই দেখছিল। বদলি হওয়ার পর এদেরসনের অভিব্যক্তিতে হতাশা ও ক্ষোভ ছিল স্পষ্ট। অন্যদিকে মাঠে নেমে শুরুতেই কুলুসেভস্কির শট রুখে দিয়ে দলকে গোল খাওয়া থেকে বাঁচান ওর্তেগা। ম্যাচের আসল মুহূর্তটা আসতে তখনো ঢের বাকি। ১ গোলে এগিয়ে থাকলেও, টটেনহামের একের পর আক্রমণে ঝড়ে বারবার টাল হারাচ্ছিল সিটি। মনে হচ্ছিল যেকোনো সময় কাঙ্ক্ষিত সমতাসূচক গোলটি পেয়ে যেতে পারে স্পার্সরা। এমন পরিস্থিতিতেই ৮৬ মিনিটে গোলের সুবর্ণ এক সুযোগ আসে টটেনহাম ফরোয়ার্ড সন হিউং-মিনের সামনে। নিজ অর্ধে ব্রেনান জনসনের হাই প্রেসিংয়ে বলের দখল হারান ম্যানুয়াল আকাঞ্জি। দৌড়ে এসে সেই বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সিটির বক্সের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন সন। টটেনহাম অধিনায়কের পায়ে বল যাওয়ার পরই গার্দিওলা ধরে নেন সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। নিশ্চিত গোল আশঙ্কা করে সন শট নেওয়ার আগেই হতাশায় সাইডলাইনের পাশেই চিত হয়ে শুয়ে পড়েন সিটির স্প্যানিশ কোচ। কিন্তু পরের মুহূর্তে যা ঘটেছে সেটা সম্ভবত গার্দিওলা নিজেও আশা করেননি। ওয়ান-অন-ওয়ানে নিশ্চিত গোলের পজিশনে থাকা সনের শট অবিশ্বাস্যভাবে পা ছড়িয়ে ঠেকিয়ে দেন ওর্তেগা। ম্যাচ ও মৌসুমের পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি মোটেই সাধারণ কোনো সেভ কোনো ছিল না। একে তুলনা করা যেতে পারে বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের অনন্যসাধারণ সেভটির সঙ্গে। সেদিন ঠিক একইভাবে রান্দাল কোলো মুয়ানির শট ঠেকিয়ে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ-স্বপ্নভঙ্গের দুঃস্বপ্ন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন মার্তিনেজ। কাল রাতে ওর্তেগার সেই সেভটিকেও নিশ্চিতভাবে 'মোমেন্ট অব দ্য সিজন' বলা যায়। ৮৬ মিনিটে সনের শট জালে জড়ালে ম্যাচে ১-১ সমতায় ফিরত টটেনহাম। যা হয়তো পরের কয়েক মিনিটের জন্য ম্যাচের গতিপথই বদলে দিত।

আর এ ম্যাচে পয়েন্ট হারানো মানে শেষ দিনে শিরোপা রেসের লাগামটা আর্সেনালের হাতে চলে যাওয়া। ওর্তেগার সেই সেভ শিরোপা রেসে সিটিকে রীতিমতো নতুন জীবনদান করেছে। ম্যাচ শেষে সিটি কোচ গার্দিওলা সরাসরিই বলেছেন, 'সে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। নয়তো আর্সেনালই চ্যাম্পিয়ন হতো।' ওর্তেগার এই সেভ যেমন সিটিকে নতুন জীবন দিয়েছে, তেমন হৃদয় ভেঙেছে আর্সেনাল সর্থকদের। এই ম্যাচে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী টটেনহামের জয়ের আশাতেই প্রার্থনায় বসেছিলেন গানার সমর্থকেরা। কিন্তু ওর্তেগার এই সেভ যেন তাঁদের ২০ বছর পর লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে পানি ঢেলে দিল। শেষ দিন ওয়েস্ট হামকে হারিয়ে সিটি যদি শিরোপা জেতে, তবে এই সেভটিকেই বিবেচনা করা হবে শিরোপা নির্ধারক হিসেবে।

মারাদোনার 'চুরি' যাওয়া গোল্ডেন বলের নিলাম থামাতে চায় তাঁর পরিবার

আপনজন ডেস্ক: নিলামে তোলা হচ্ছে ১৯৮৬ বিশ্বকাপে জেতা ডিয়েগো মারাদোনার গোল্ডেন বল। কিন্তু প্রয়াত আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির উত্তরাধিকারীরা এই নিলাম থামাতে মামলা করবেন। তাঁদের আইনজীবী বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) জানিয়েছেন এ কথা।

আর্জেন্টিনাকে '৮৬ বিশ্বকাপ জেতানো মহানায়কের গোল্ডেন বল ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গিয়েছিল! অনেক বছর ধরেই কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না সেটির। কীভাবে নিখোঁজ হলো, সেটাও কেউ জানতেন না।

কিংবদন্তির মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পর হারিয়ে যাওয়া সেই গোল্ডেন বল হঠাৎ করেই আলোচনায়।

ফ্রান্সের নিলামকারী প্রতিষ্ঠান আগুত মারাদোনার গোল্ডেন বল ফিরে পাওয়ার ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছে, সেটি আগামী মাসে প্যারিসে নিলামে তোলা হবে। মারাদোনার উত্তরাধিকারদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, গোল্ডেন বল ট্রফিটি চুরি গিয়েছিল। আর এই ট্রফি নিলামে তোলার কোনো অধিকার নেই তার বর্তমান মালিকের। তাঁদের আইনজীবী জিলেস মোরেউ জানিয়েছেন, ট্রফিটি নিলাম থেকে সরিয়ে নিতে তিনি শিগগিরই প্যারিসের কাছাকাছি ন্যানতেরে বিচারিক আদালতকে জরুরি অনুরোধ জানাবেন। এপিকে তিনি আরও জানিয়েছেন, ট্রফিটি সেখান থেকে পৃথক করতে বিচারিক অনুরোধ করবেন এবং চুরি ও চুরির পর ট্রফিটি লুকিয়ে রাখার জন্য আলাদা করে অভিযোগও করবেন।

নিলামকারী প্রতিষ্ঠান আগুত জানিয়েছে, ২০১৬ প্যারিসে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার নিলাম থেকে অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে মারাদোনার '৮৬ বিশ্বকাপের গোল্ডেন বলও পুনরায় পাওয়া গেছে। '৮৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। ২০২০ সালে ৬০ বছর বয়সে মারা যান মারাদোনা।

আগুতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ট্রফিটি হারিয়ে যাওয়ার পর কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, পোকার খেলায় এটি মারাদোনা হারিয়েছেন কিংবা ঋণ পরিশোধে বেচে দিয়েছেন। তবে অনেকের দাবি, নেপলসের একটি ব্যাংকে মারাদোনা তাঁর গোল্ডেন বল ট্রফিটি রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৮৯ সালে স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা ব্যাংকটি লুট করে। ইতালিয়ান ক্লাব নেপলসে কিংবদন্তি তকমা পাওয়া মারাদোনার উত্তরাধিকারীরাও বিশ্বাস করেন, ট্রফিটি ব্যাংক থেকে খোয়া গিয়েছিল।

Format C-1

(As per the judgement dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of Indian & Anr.)
Name and address of Candidate: DIPAK MAJUMDAR,
Vill-Mendia, PO-Mendiahat, PS-Gopalnagar,
Dist.-North 24 Parganas, PIN-743262
Name of political Party : All India Secular Front
Name of Election: House of the people, Lok Sabha General Election 2024
Name of Constituency: 14 BONGAON (SC)
I Dipak Majumdar, a Candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending criminal cases

Sl. No	Name of Court	Case No and date	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	ACJM, Bongaon	404/2005, Gopalnagar P.S	Pending	147, 448, 323/379/354 IPC
2	ACJM, Bongaon	494/2012, Gopalnagar P.S	Pending	147/ 148/ 323/120B/504/506 IPC

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & dates(s) of orders(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum punishment imposed
NO	NO	NO	NO

Declaration about criminal antecedent of candidates set up by the party

(As per the judgement dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of Indian & Anr.)
Name and address of Candidate: DIPAK MAJUMDAR,
Vill-Mendia, PO-Mendiahat, PS-Gopalnagar,
Dist.-North 24 Parganas, PIN-743262
Name of political Party : All India Secular Front
Name of Election: House of the people, Lok Sabha General Election 2024
Name of Constituency: 14 BONGAON (SC)

1	2	3	4		5		
Sl. No	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending criminal cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & Status of the case(s)	Section of the Acts con-cerned & brief description of offence(s)	Name of Court, & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum punishment imposed
1	14. Bongaon (SC)	Dipak Majumdar	ACJM, Bongaon ACJM, Bongaon	147, 448, 323/379/354 IPC 147/ 148/ 323/ 120B/ 504/506 IPC	NO	NO	NO

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque